সাধারণ জ্ঞান

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

দশম মুদ্রণ

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম ছয় আনা

১৯৩৯

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা মাসপয়লা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

'সাধারণ জ্ঞান' ছেলেদের উপযোগী করে বের করা হোল। এই ধরণের বাংলা বই এই প্রথম। সকলেরই ধারণা আমাদের ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বড়ই কম। এই জন্যে দেখা যায় বড় বড় প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেলেও বাঙ্গালী ছেলেরা সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় বড়ই পিছিয়ে পড়ে।

কেবলমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলেও এই ধরণের বইয়ের খুব আবশ্যকতা আছে। এই সব সামান্য ও সাধারণ জ্ঞান পদে পদে দরকার হয়। এই সব অত্যন্ত সাধারণ জিনিষের জ্ঞান জানা না থাকলে পৃথিবীর কোন বিষয়ই ভাল কোরে বোধগম্য হয় না। আশা করি এই ধরণের বই ছেলেমেয়েদের নানা রকম শিক্ষার সহায়তা কোরবে।

নবম সংস্করণ

এই সংস্করণে বইখানিকে অনেক বাড়ান হয়েছে। ছেলেমেয়েদের 'সাধারণ জ্ঞান' বল্‌তে যেটুকু বোঝায় সেটুকুই বা তার কিছু এই বইএ দেবার চেষ্টা হয়েছে—তার অতিরিক্ত কিছু না দেবারই চেষ্টা করা হয়েছে। ঠকানো প্রশ্ন বা বিশেষজ্ঞের জানবার মত জ্ঞান বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারের জিনিষপত্র, পৃথিবীর নানা দেশের লোকজন, আচার-ব্যবহার, বিজ্ঞান, পশুপাখী, গাছপালা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বাছা বাছা প্রশ্ন নিয়ে বইখানি সঙ্কলন করা হয়েছে।

আশা করি এই সংস্করণের বইখানি ছেলেমেয়েদের পক্ষে আরো উপযোগী মনে হবে।

সাধারণজ্ঞান

বিবিধ প্রশ্ন

১। 'লিপ ইয়ারে' কত দিন আছে ?

২। চিড়িয়াখানা কি ?

৩। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পাহাড় কোনটা ?

৪। হ্যান্স্ এণ্ডারসেন কে ?

৫। কি থেকে মাখন তৈরী হয় ?

৬। L. B, W. মানে কি ?

৭। 'বয় স্কাউট' দলের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৮। 'Wolf cubs' কাদের বলা হয় ?

৯। তোমাদের হৃদয় (Heart) শরীরের কোন দিকে আছে ?

১০। সূর্য্য কোন দিকে ওঠে ?

১১। পিরামিড কি ?

১২। কাঁচ কাটে কি জিনিষ দিয়ে ?

১৩। 'দূরবীক্ষণ' কি ?

১৪। 'Boxing day' কোন দিনকে বলে ?

১৫। কি থেকে রেশম হয় ?

১৬। চুণীর রং কি ?

১৭। 'ক্যালেণ্ডার' কাকে বলে ?

১৮। ক্রিকেট খেলায় 'Maiden over' মানে কি ?

১৯। Barometer কি কাজে লাগে ?

২০। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সহর কোনটি ?

২১। 'মরুভূমির জাহাজ' (Ship of the desert) কাকে বলা হয় ?

২২। মেহগনী কি জিনিষ ?

২৩। ডুবো জাহাজ (Submarine) কি ?

২৪। মিকাডো কে ?

২৫। মানুষ কখন সাবালক হয় ?

২৬। ঈশপ্ কোন ধরণের গল্প লিখতেন ?

২৭। কোন তারা আমাদের উত্তর দিক দেখিয়ে দেয় ?

২৮। 'Amen' মানে কি ?

২৯। 'Machine gun' মানে কি ?

৩০। 'Stop watch' কাকে বলে ?

৩১। Hour glass কি জিনিষ ?

৩২। 'আলেয়া' মানে কি ?

৩৩। হীরা কোথায় পাওয়া যায় ?

৩৪। সব চেয়ে বড় দিন কবে ?

৩৫। সব চেয়ে ছোট দিন কবে ?

৩৬। O. H. M. S.এ কি বোঝায় ?

৩৭। Opal কি ?

৩৮। Summer time মানে কি ?

৩৯। 'Mascot' কি ?

৪০। সূর্য্য-গ্রহণ কেন হয় ?

৪১। Prairie কাকে বলে ?

৪২। 'রিম' হিসাবে কোন জিনিষ গোণা হয় ?

৪৩। 'Totem pole' কি ?

৪৪। Parachute কি ?

৪৫। সমুদ্রে জাহাজের দিক ঠিক করবার জন্য কোন যন্ত্রের দরকার হয় ?

৪৬। 'Yankee' মানে কি ?

৪৭। First Aid মানে কি ?

৪৮। ও-ডি-কলোন কি জিনিষ ?

৪৯। কে সর্ব্বপ্রথমে রেলওয়ে এঞ্জিন তৈরী করেন ?

৫০। কোন খাল প্রশান্ত ও অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরকে যোগ করেছে ?

৫১। টেনিস-ব্যাটের জালিদার অংশ কি দিয়ে তৈরী হয় ?

৫২। ক্রিকেট খেলায় 'Bump ball' কাকে বলে ?

৫৩। চীনেরা কি দিয়ে ভাত খায় ?

৫৪। বাতাসে প্রধান কোন কোন গ্যাস আছে ?

৫৫। কি থেকে কয়লার উৎপত্তি হয়েছে ?

৫৬। কে 'বেতার' আবিষ্কার করেছিলেন ?

৫৭। 'Tommy Atkins' কাদের বলা হয় ?

৫৮। 'পিং পিং' কি ?

৫৯। 'ফ্যাসিষ্ট' কাদের বলা হয় ?

৬০। প্রবাল দ্বীপ কেমন করে তৈরী হয় ?

৬১। কে প্রথমে উত্তর মেরু পৌঁছেছিল ?

৬২। শরীরে কি রকম গতিতে রক্ত চলাচল করে ?

৬৩। 'Blue' কাদের বলা হয় ?

৬৪। Marathon Race কাকে বলা হয় ?

৬৫। 'Davis Cup' কি ?

৬৬। M. C. Cর পুরো মানে কি ?

৬৭। 'Ashes' কি জিনিষ ?

৬৮। পৃথিবী চারটি প্রধান জিনিষ কি ?

৬৯। জিনিষের ওজন থাকে কেন ?

৭০। মানুষ জলে ভাসে কেন ?

৭১। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে কেন ?

৭২। একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজা কে ?

৭৩। এয়ারোপ্লেন ও এয়ারশিপে তফাৎ কি ?

৭৪। আমেরিকার জাতীয় খেলা কোনটি ?

৭৫। বজ্রের আওয়াজ শোনবার আগে আমরা বিদ্যুৎ চম্‌কানো দেখি কেন ?

৭৬। কে অন্ধদের পড়ার উপায় আবিষ্কার করেছেন ?

৭৭। আকাশের রং নীল কেন ?

৭৮। মানুষের কয়বার দাঁত উঠে ?

৭৯। 'হাজী' বলে কাদের ?

৮০। কত বৎসর অন্তর দেশের লোক-গণনা হয় ?

৮১। 'নোবেল প্রাইজ' কি ?

৮২। 'অজন্তা' গুহা কি ?

৮৩। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নদী কোনটি ?

৮৪। 'হলিউড' কিসের জন্য বিখ্যাত ?

৮৫। ভারতবর্ষের সবচেয়ে লম্বা রেলপথ কোনটি ?

৮৬। রবার জিনিষটা কি ?

৮৭। আমরা চোখে 'শর্ষে ফুল' দেখি কেন ?

৮৮। আমাদের নাক ডাকে কেন ?

৮৯। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মিউজিয়ম কোনটি ?

৯০। প্রাচীন ভারতে কোন্ ছাত্র গুরু-ভক্তি দেখাবার জন্যে নিজে কৃষিক্ষেত্রে শুয়ে জল বন্ধ করেছিলেন ?

৯১। কোন শিষ্য নিজে আঙ্গুল কেটে গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলেন ?

৯২। ভারতবর্ষের সবচেয়ে গরম জায়গা কোনটি ?

৯৩। ভারতবর্ষের কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় ?

৯৪। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মালভূমি কোনটি ?

৯৫। ছাপা কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয় ?

৯৬। চোরা-বালি কি ?

৯৭। 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্' কি ?

৯৮। Refrigerator কি ?

৯৯। A, M, ও P. M মানে কি ?

১০০। ক্রিকেটের Pitch কত লম্বা ?

১০১। জজ কখন কালো টুপী পরেন ?

১০২। S.O.S, মানে কি ?

১০৩। পোলো খেলার চক্কর (Chukker) কি ?

১০৪। স্পেনের জাতীয় খেলা কি ?

১০৫। ভারতবর্ষের Standard Time কি ?

১০৬। সবচেয়ে বড় ঘাস কি ?

১০৭। 'অনুবীক্ষণ' কি ?

১০৮। 'নাট্‌সি' (Nazi) কাদের বলে ?

১০৯। জোয়ার-ভাঁটা কেন হয় ?

১১০। সাগরের জল লোনা কেন ?

১১১। চা-এর ব্যবহার প্রথমে কোন দেশে হয় ?

১১২। লবঙ্গ কি জিনিষ ?

১১৩। দারুচিনি কি জিনিষ ?

১১৪। কাপড়ের 'টানা' আর 'পড়েন' কাকে বলে ?

১১৫। 'পেটেণ্ট' নেওয়া কাকে বলে ?

১১৬। গালা কি জিনিষ ?

১১৭। কাগজ কোন দেশে প্রথম তৈয়ারী হয় ?

১১৮। এ দেশের সবচেয়ে বড় তীর্থ কি ?

১১৯। 'লেড পেন্সিল' কেন বলা হয় ?

১২০। চুল পাকে কেন ?

১২১। 'রেড ইণ্ডিয়ান' কাদের বলে ?

১২২। 'তাজমহল' কি ?

১২৩। 'কুম্ভমেলা' কোন্ তীর্থে হয় ?

১২৪। 'রথযাত্রা'র জন্য কোন্ তীর্থ প্রসিদ্ধ ?

১২৫। পারস্যের বর্ত্তমান নাম কি ?

১২৬। ভারতের কোন্ সহরকে 'দাক্ষিণাত্যের রাণী' বলা হয় ?

১২৭। এদেশের কোন্ অংশে আজও সিংহ দেখা যায় ?

১২৮। ভারতের কোথায় লবণের খনি আছে ?

১২৯। Olympic Games কি ?

১৩০। গরম দেশের লোক কালো কেন ?

১৩১। কোন্ দেশে বেড়ালকে পূজা করা হতো ?

১৩২। কে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পোঁছেছিল ?

১৩৩। যুদ্ধের ফলে ইউরোপে কয়টি নূতন রাজ্য হয়েছিল ?

১৩৪। আবিসিনিয়ার আর এক নাম কি ?

১৩৫। ভারতবর্ষে কয়টি ভাষা প্রচলিত আছে ?

১৩৬। 'প্রাকৃত' ভাষা কাকে বলে ?

১৩৭। বাতাসের গতিবিধি কি দেখা যায় ?

১৩৮। নেপোলিয়ন কোন্ স্থানে বন্দী হয়েছিলেন ?

১৩৯। গভর্ণমেণ্টের বছর কোন্ সময় আরম্ভ হয় ?

১৪০। নদীর ডানদিক কোনটা ?

১৪১। পচা ডিম জলে ভাসে কেন ?

১৪২। কোরাণ কি ?

১৪৩। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান টিকিট কোনটি ?

১৪৪। সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপের কাচ কোনটি ?

১৪৫। সমুদ্রের কত নীচে মানুষ যেতে পেরেছে ?

১৪৬। সবচেয়ে বড় রেলওয়ে সেতু কোনটি ?

১৪৭। 'ইউনিয়ন জ্যাক' কাকে বলে ?

১৪৮। কত ডিগ্রি তাপে জল ফোটে ?

১৪৯। বড়লাটের মাহিনা কত ?

১৫০। কলকাতায় কার মোটর গাড়ীর নম্বর নাই ?

১৫১। নারীর দ্বারা কি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল ?

১৫২। কে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরেছিলেন ?

১৫৩। দক্ষিণ মেরুতে দিনের পরিমাণ কত ?

১৫৪। সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ কি ?

১৫৫। জলে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে ?

১৫৬। গরুর কটা পাকস্থলী আছে ?

১৫৭। কুইনিন কি থেকে হয় ?

১৫৮। মানুষের দেহের সাধারণ উত্তাপ কত ?

১৫৯। মৌসূমী বায়ু কি ?

১৬০। ডাইনামাইটের আবিষ্কারক কে ?

১৬১। ইংরাজীতে কোন সংখ্যা অপয়া ?

১৬২। কোন্ বিখ্যাত সাহিত্যিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ?

১৬৩। এমন মহাদেশের নাম কর যার একটি মাত্র রাজধানী ?

১৬৪। Good Bye এর মানে কি ?

১৬৫। 'জন বুল' কাকে বলা হয় ?

১৬৬। বয়স্কাউটের motto কি ?

১৬৭। কোন্ ভারতবাসী প্রথম Victoria Cross পান ?

১৬৮। Test matchএ ইংলণ্ডের হোয়ে কোন্ কোন্ ভারতবাসী ক্রিকেট খেলেছিলেন ?

১৬৯। ওলিম্পিক gamesএর কোন্ খেলায় ভারতবাসী প্রথম স্থান অধিকার করেছে ?

১৭০। 'শুভঙ্কর' কে ছিলেন ?

১৭১। জু-জুৎসু কি ?

১৭২। ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিপথ কোনটি ?

১৭৩। 'হারাকিরি' কি ?

১৭৪। ভূমিকম্পের কম্পন মাপার যন্ত্রের ইংরাজী নাম কি ?

১৭৫। মেরুজ্যোতি (Aurora Borialis) কাকে বলে ?

১৭৬। বাঙ্গালা দেশে কয়টি জেলা ?

১৭৭। 'সুন্দর বনের' নাম কোথা থেকে হোল ?

১৭৮। অমৃত সহর কিসের জন্য প্রসিদ্ধ ?

১৭৯। কামাল আতাতুর্ক কে ?

১৮০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে স্থাপিত হয়েছে ?

১৮১। কোন্ কোন্ ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য হয়েছিলেন ?

১৮২। কোন্ দেশের শাসনকর্ত্তা একজন ধর্ম্ম-যাজক ?

১৮৩। কোন্ জাত মৃতদেহের সৎকার করে পাখী দিয়ে ?

১৮৪। কোন্ জাতের দেহে সব সময় পাঁচটি জিনিষ রাখতে হয়?

১৮৫। গড়ে মোটরকারের আয়ু কত দিন ?

১৮৬। সব চেয়ে বড় জাত কোনটি (Largest single nation) ?

১৮৭। কোন্ মহিলা দুইবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ?

১৮৮। পিতল কি কি ধাতু মিলিয়ে তৈয়ারী করা হয় ?

১৮৯। কাঁসা কি কি ধাতু মিলিয়ে তৈরী করা হয় ?

১৯০। ইস্পাত কি ?

১৯১। 'রাং' কি ?

১৯২। সিকি, দুয়ানী কোন্ ধাতুর তৈয়ারী ?

১৯৩। টাকা, আধুলি কোন্ ধাতুর তৈয়ারী ?

১৯৪। তামা কোন্ কাজে সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় ?

১৯৫। ছাপার অক্ষর প্রধানতঃ কোন্ ধাতুর তৈয়ারী ?

১৯৬। লোহার চাদর 'গ্যাল্ভ্যানাইজ' করা হয় কেমন করে ?

১৯৭। 'ইলেক্‌ট্রোপ্লেট' কি ?

১৯৮। ফোটোগ্রাফের প্লেট ও কাগজে কোন্ ধাতু সব চেয়ে বেশী লাগে ?

১৯৯। ধাতুর চাদর বা পাত কেমন করে তৈয়ারী হয় ?

২০০। বৈদ্যুতিক বাতির সূক্ষ্ম তার কোন্ ধাতুর তৈয়ারী ?

২০১। আল্‌কাত্‌রা কি ?

২০২। আলকাত্‌রা কি কাজে লাগে ?

২০৩। পেট্রল কোথায় পাওয়া যায় ?

২০৪। পেট্রলের সঙ্গে আর কোন জিনিষ পাওয়া যায় কি ?

২০৫। তারপিন তেল কি থেকে পাওয়া যায় ?
২০৬। রজন কি থেকে পাওয়া যায় ?
২০৭। 'ফিনাইল' কি ?
২০৮। 'ন্যাপ্‌থেলিন' কি থেকে তৈয়ারী হয় ?
২০৯। সিরিষ কি থেকে তৈয়ারী হয় ?
২১০। সাবান কি দিয়ে তৈয়ারী হয় ?
২১১। এনামেলের বাসনের 'এনামেল' জিনিষটি কি ?
২১২। ছাপার কালী কি দিয়ে তৈয়ারী হয় ?
২১৩। 'পুটিন্' কি দিয়ে তৈয়ারী হয় ?
২১৪। তেল রংএর প্রধান উপাদান কি ?
২১৫। কাঠের পালিশ কি দিয়ে তৈয়ারী হয় ?
২১৬। 'খুনখারাপী' রং কি জিনিষ ?
২১৭। 'সিমেণ্ট' বা 'বিলাতি মাটি' কি থেকে তৈরী হয় ?
২১৮। মোম কোথায় পাওয়া যায় ?
২১৯। 'কোকো' কি জিনিষ ?
২২০। 'কফি' কি জিনিষ ?
২২১। কাগজ কি দিয়ে তৈয়ারী হয় ?
২২২। কলে কাগজ তৈয়ারী হয়ে প্রথম কি অবস্থায় থাকে ?
২২৩। হাতে কাগজ তৈয়ারী হয়ে প্রথম কি অবস্থায় থাকে ?
২২৪। 'পিচবোর্ড' কি থেকে তৈরী হয় ?
২২৫। কাগজের চওড়া লম্বা থান কোন্ কাজে লাগে ?
২২৬। নকল রেশম কি থেকে তৈয়ারী হয় ?

২২৭। পশম কি থেকে তৈয়ারী হয় ?

২২৮। বর্ষাকালে নুন খুব ভিজে যায় কেন ?

২২৯। ধাতুর তার কি করে তৈয়ারী হয় ?

২৩০। ছররা-গুলি কি করে তৈয়ারী করা হয় ?

২৩১। কাপড়-বোনা কলের নাম কি ?

২৩২। সূতা-কাটা কলের নাম কি ?

২৩৩। কল ছাড়া আর কোনও উপায়ে সুতা কাটা হয় কি ?

২৩৪। ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে তুলার চাষ বেশী হয় ?

২৩৫। খাঁটি সোনা জানবার উপায় কি ?

২৩৬। বাংলা দেশের কোন কাপড় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ?

২৩৭। মুক্তা কোথায় পাওয়া যায় ?

২৩৮। কাঁচ কি থেকে তৈয়ারা হয় ?

২৩৯। কাঁচের 'ফুঁকা' শিশি কেন বলে ?

২৪০। তিমির তেল কোন্ কাজে লাগে ?

২৪১। ছবি আঁকার তুলির লোম কি থেকে পাওয়া যায় ?

২৪২। শুশুকের তেল কোন্ কাজে লাগে ?

২৪৩। ঘোড়ার লেজের লোম কোন্ কাজে লাগে ?

২৪৪। নারিকেলের ছোব্ড়া কোন্ কাজে লাগে ?

২৪৫। ছোট শামুক, গুগ্লি কোন্ কাজে লাগে ?

২৪৬। লোহার ঢালাই জিনিষ তৈয়ারীর জন্য কাঠ লাগে কিসে ?

২৪৭। কাঠের গুঁড়ো কি কাজে লাগে ?

২৪৮। কাঠের লাঠির মাথা বাঁকায় কেমন করে?

২৪৯। ব্লটিং বা চুষ-কাগজ কালী শোষে কেন?

২৫০। বাড়ী তৈয়ারীর ইঁট সাধারণতঃ কত বড় হয়?

২৫১। ইঁট কি দিয়ে গাঁথা হয়?

২৫২। পাথরী চূণ আর কলি চূণে তফাৎ কি এবং কোন্‌টা কোন্ কাজে লাগে?

২৫৩। 'চীনামাটি' কেন বলি?

২৫৪। কর্ক কি জিনিষ?

২৫৫। জৈত্রী আর জায়ফল কি?

২৫৬। কিস্‌মিস্, মনাক্কা কি থেকে হয়?

২৫৭। শীত বেশী হলে মাছিরা কোথায় যায়?

২৫৮। পাথুরে-ঝামা কোথা থেকে আসে?

২৫৯। মৃগনাভি কি জিনিষ?

২৬০। মখমল কি?

২৬১। বনাত কি এবং কি করে তৈয়ারী হয়?

২৬২। কলম প্রথমে কি থেকে তৈয়ারী করা হতো?

২৬৩। লেখার কালী কবে প্রথম তৈয়ারী হয়?

২৬৪। কালো কালী কি দিয়ে তৈয়ারী হয়?

২৬৫। রবার প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দেশে জন্মায়?

২৬৬। রবারের প্রধান ব্যবহার কি কি?

২৬৭। কর্পূর কি?

২৬৮। Il Duce কাকে বলে?

২৬৯। দিয়াশলাইএর কাঠি, বাক্সের পাশে না ঘষলে জ্বলে না কেন ?

২৭০। Negus কাকে বলে ?

২৭১। গায়কৃবাড় কে ?

২৭২। সিন্ধিয়া কে ?

২৭৩। হোল্‌কার কে ?

২৭৪। নিজাম কে ?

২৭৫। কোথাকার রাজাকে 'জাম সাহেব' বলে ?

২৭৬। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে কেন ?

২৭৭। ইরাণের (পারস্যের) রাজাকে কি বলে ?

২৭৮। আফ্‌গানিস্থানের রাজাকে কি বলে ?

২৭৯। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দ্বীপ কোন্‌টি ?

২৮০। পৃথিবীর তিনটি বড় সমুদ্রের নাম কি ?

২৮১। সাধারণতঃ সমুদ্রের গভীরতা কত ?

২৮২। আলো কত দ্রুত বেগে যায় ?

২৮৩। সূর্য থেকে পৃথিবী কত দূর ?

২৮৪। শব্দ কত দ্রুত বেগে যায় ?

২৮৫। পৃথিবীর ছয়টা বড় জাতের নাম কর ?

২৮৬। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সুড়ঙ্গের নাম কি ও কোথায় ?

২৮৭। কলিকাতা কে স্থাপন করেছিল ?

২৮৮। Grand Trunk Road কে প্রথমে নির্ম্মাণ করেন ?

২৮৯। বাংলায় কুলীন প্রথা কে প্রথমে স্থাপন করেন ?

২৯০। দালাই লামা কে ?

২৯১। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ সহরে ট্রাম আছে ?

২৯২। ভারতবর্ষের সব চেয়ে ছোট প্রদেশ (Province) কোন্‌টি ?

২৯৩। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জুতার কারখানা কোথায় ও কোন্‌টি ?

২৯৪। অক্টোপাস কি ?

২৯৫। ‘এপ্রিল ফুল’ কাকে বলে ?

২৯৬। পাসপোর্ট (Passport) মানে কি ?

২৯৭। কত টাকা নিলে রসিদে ষ্টাম্প দিতে হয় ?

২৯৮। মুসলমানদের শাল ‘হিজরী’ কোন সময় থেকে আরম্ভ হয় ?

২৯৯। বর্দ্ধমান মহাবীর কে ?

৩০০। প্রথম বাংলা ছাপা বই কি ?

৩০১। উড়ো জাহাজ (Airship) চালানোর জন্যে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ?

৩০২। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজবংশের নাম কি ?

৩০৩। কংগ্রেসের দুইজন মহিলা সভাপতি কে কে ?

৩০৪। নিজামের বড় ছেলের উপাধি কি ?

৩০৫। বাংলা দেশে কয়টি দেশীয় রাজ্য আছে ?

৩০৬। কোন্ দেশকে “ইউরোপের খেলার মাঠ” বলে ?

৩০৭। কোন্ দেশকে ‘Roof of the world’ বলা হয় ?

৩০৮। তানসেন কে ছিলেন ?

৩০৯। খেলায় 'dead heat' মানে কি ?

৩১০। Dark Continent কোন মহাদেশকে বলা হয় ?

৩১১। কোন দুইটি স্থান ভারত শাসন হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ?

৩১২। সুয়েজ খাল কে তৈরী করেন ?

৩১৩। 'Philatelists' কাদের বলা হয় ?

৩১৪। ডিমের কোন অংশ থেকে বাচ্চা হয় ?

৩১৫। রাজা কখনও মরে না (King never dies) এর মানে কি ?

৩১৬। আমেরিকার জাতীয় খেলা কোনটি ?

৩১৭। 'Armistice Day' কি ?

৩১৮। Concrete কাকে বলে ?

৩১৯। 'খালসা' কি ?

৩২০। Uncle Sam কাকে বলা হয় ?

৩২১। 'কোহিনুর' এখন কোথায় আছে ?

৩২২। কোন বই সব চেয়ে বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে ?

৩২৩। 'শর্দ্দা আইন' কাকে বলে ?

৩২৪। 'আফ্রিদী' কারা ?

৩২৫। 'মুক্তি ফৌজ' (Salvation Army) কাদের বলা হয় ?

৩২৬। গুর্খা বলে কাদের ?

৩২৭। আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন নিগ্রোদেশ কোনটি ?

৩২৮। 'তরাই' কাকে বলে ?

৩২৯। কোন জাতের লোকদের পদবী এক রকম ?

৩৩০। League of Nationsর আপিস কোন সহরে ?

৩৩১। Land of Rising Sun কোন দেশকে বলে ?

৩৩২। কোন সহরকে 'City of Seven Hills' বলে ?

জীব-জন্তু ও গাছপালার প্রশ্ন

১। কোন্ জন্তু সবচেয়ে বেশী দৌড়তে পাড়ে ?

২। বাদুড় কি পাখী ?

৩। সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ কি ?

৪। ময়ূরের লেজে কটা পালক আছে ?

৫। মৌমাছিরা গুন্ গুন্ শব্দ করে কেন ?

৬। আফ্রিকার হাতী আর ভারতের হাতীতে তফাৎ কি ?

৭। কোন্ জন্তু খুব বেশী দিন বাঁচে ?

৮। সবচেয়ে সাহসী জন্তু কোনটি ?

৯। কোন্ জন্তু তার শিশুকে থলের মধ্যে রাখে ?

১০। বেড়ালের পায়ে কটা নখ আছে ?

১১। মাকড়সার কটা পা ?

১২। বাতির আলোর দিকে পোকারা উড়ে যায় কেন ?

১৩। কোন সামুদ্রিক জন্তু সামনের দিকে সাঁতার দিতে পারে না ?

১৪। খরগোসরা নিচের দিকের চেয়ে উঁচু দিকে বেশী জোরে দৌড়াতে পারে কেন ?

১৫। কোন্ জন্তুকে ছুঁলেই লেজ খসে পড়ে ?

১৬। কোন্ জন্তু বছরের বেশী সময় না খেয়ে ও নিঃশ্বাস না ফেলে বেঁচে থাকতে পারে ?

১৭। ক্যাঙ্গারু কোন্ দেশের জীব ?

১৮। 'ইয়াক' কি ?

১৯। জীব-জন্তু আর গাছপালায় মিল কিসে ?

২০। বানর, বনমানুষ আর বেবুনে তফাৎ কি ?

২১। বাদুড়, জন্তু না পাখী ?

২২। কোন্ জন্তুর দাঁত নেই ?

২৩। সরীসৃপ কারা ?

২৪। কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর সঙ্গে সরীসৃপের প্রধান তফাৎ কি ?

২৫। পোকারা নিঃশ্বাস নেয় কেমন করে ?

২৬। মাকড়সা জাল বোনে কেন ?

২৭। বিড়াল জলকে এত ভয় করে কেন ?

২৮। উট কেমন করে বহু দিন অনাহারে থাক্‌তে পারে ?

২৯। উট কেমন করে বহু দিন জল না খেয়ে থাক্‌তে পারে ?

৩০। হাতীর শুঁড় কিসের জন্য ?

৩১। ঝিঁঝিঁপোকারা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ কেমন করে করে ?

৩২। ঝিঁঝিঁপোকার কান কোথায় থাকে ?

৩৩। শুশুক কি মাছ ?

৩৪। গাছেরা খায় কেমন করে ?

৩৫। গাছ নিঃশ্বাস নেয় কেমন করে ?

৩৬। গাছ কেমন করে বাতাস বিশুদ্ধ করে ?

৩৭। গাছের বয়স বলা যায় কেমন করে ?

৩৮। আবলুষ কাঠ কি এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

৩৯। 'নীলগাই' কি ?

৪০। 'লেমুর' কি ?

৪১। 'ওকাপি' কি ?

৪২। 'পুমা' কি ?

৪৩। 'আর্ম্মাডিলো' কি ?

৪৪। কোন পাখী অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে ?

৪৫। বাচ্চা হবার আগে মুরগী কতদিন ডিমে বসে থাকে ?

৪৬। এমু (Emu) কি ?

৪৭। ব্যাঙাচি কি ?

৪৮। হাঁস জলে ভিজে যায় না কেন ?

৪৯। সাপরা শীতকালে কোথায় থাকে ?

৫০। এক বছরে মুরগী গড়ে কয়টা ডিম পাড়ে ?

৫১। তিমি মাছ কত বৎসর বাঁচে ?

৫২। পোকাদের দিয়ে জমির কি উপকার হয় ?

৫৩। সব চেয়ে বড় চতুষ্পাদ জন্তু কোন্‌টি ?

৫৪। কোন জন্তু চোখ ও নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ?

৫৫। সব চেয়ে দ্রুতগামী মাছ কি ?

৫৬। সব চেয়ে লম্বা জন্তু কোন্‌টি ?

৫৭। শামুকের চোখ কোথায় থাকে ?

৫৮। তিমি কি মাছ ?

৫৯। মাছরা কি কখনও চোখ বোঁজে ?

৬০। স্পঞ্জ জিনিষটা কি ?

৬১। 'জাবর'-কাটা কাকে বলে ?

৬২। বেড়াল কি খুব অন্ধকারে দেখতে পায় ?

৬৩। হাতী কি শুঁড় দিয়ে জল খায় ?

৬৪। কোন জন্তু বেশীর ভাগ সময় মাথা নীচের দিকে রেখে ঝুলে থাকে ?

৬৫। এমন একমাত্র জন্তুর নাম কর, যে কোন শব্দ করতে পারে না।

বিজ্ঞানের প্রশ্ন

১। মেঘের জন্ম কেমন করে হয় ?

২। বৃষ্টি কেমন করে হয় ?

৩। মরুভূমির জন্ম কেমন করে হয় ?

৪। ঝড় কেমন করে হয়?
৫। 'মরীচিকা' কি?
৬। চাঁদের 'মণ্ডল' কখন দেখা যায়?
৭। বাতাস চলে কেন?
৮। কুয়াসা কেমন করে হয়?
৯। তাপ কি?
১০। তাপ লাগ্‌লে জিনিসের কি পরিবর্ত্তন হয়?
১১। তাপ মাপা যন্ত্রের নাম কি?
১২। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কত?
১৩। পৃথিবীর চারিদিকে কত পুরু বাতাসের স্তর আছে?
১৪। বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি?
১৫। 'মাধ্যাকর্ষণ' কি?
১৬। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কে প্রথম আবিষ্কার করেন?
১৭। আমরা কেন বেশী উঁচু লাফাতে পারি না?
১৮। জিনিষ জলে ভাসার নিয়ম কি?
১৯। নোনা জলে সহজে ভাসা যায় কেন?
২০। চলন্ত গাড়ী থেকে নাম্‌লে কেন পড়ে যাই?
২১। পৃথিবীর সমস্ত অংশই কি ঘুরছে?
২২। 'বিষুব-রেখা' কাকে বলে?
২৩। পৃথিবী ঘোরার ফল কি?
২৪। পৃথিবীর সব দেশের ঘড়িতে কি একই সময়?
২৫। ঋতু হয় কেন?

২৬। দিন ছোট-বড় হয় কেন ?

২৭। মেরুতে দিনের পরিমাণ কি রকমের ?

২৮। বিষুব-রেখার দিনের পরিমাণ কি রকমের ?

২৯। পৃথিবীর মাটির নীচে কি আছে ?

৩০। মাটিতে খুব বেশী গভীর গর্ত্ত খোঁড়া যায় না কেন ?

৩১। 'উষ্ণ-প্রস্রবণ' (গরম জলের ঝরণা) কেমন করে হয় ?

৩২। ভূমিকম্পের কারণ কি ?

৩৩। পাথর কি তরল (গলান) হতে পারে ?

৩৪। পাথরের প্রধান দুটি শ্রেণী কি ?

৩৫। বালি আর কাদা কোথা থেকে আসে ?

৩৬। 'পাথরের চশমা' কোন্ পাথরের তৈয়ারী ?

৩৭। 'শ্লেট' পাথর কি থেকে জন্মায় ?

৩৮। 'খড়ি' কি জিনিষ ?

৩৯। খড়ির জন্ম জলের নীচে, কেমন করে জানা যায় ?

৪০। রূপার জিনিষ সহজে কালো হয়ে যায় কেন ?

৪১। পারা কি জিনিষ ?

৪২। নোনা জলের বরফের স্বাদ কি রকম ?

৪৩। কোনও কোনও দিনে ভিজা কাপড় কেন তাড়াতাড়ি শুকায় ?

৪৪। মুখের তাপ কখন ধোঁয়ার আকারে দেখা যায় ?

৪৫। মেঘ কেন উঁচুতে থাকে ?

৪৬। কোথায় মেঘ বেশী দেখা যায় ?

৪৭। দুপুরে রামধনু দেখা যায় না কেন?

৪৮। শিশির কি এবং কেন হয়?

৪৯। নদীর জন্ম কেমন করে হয়?

৫০। শিলাবৃষ্টি কেমন করে হয়?

৫১। শীতের দেশে বরফ পড়ে কেমন করে?

৫২। বরফ জলে ভাসে কেন?

৫৩। বাতাসকে কি তরল (জলের মত) করা যায়?

৫৪। বাতাসের চাপ থেকে আবহাওয়ার আন্দাজ হয় কি?

৫৫। বাতাসে কেমন করে জমি উর্বরা করে?

৫৬। শব্দ কি করে শোনা যায়?

৫৭। শব্দ কত তাড়াতাড়ি চলে?

৫৮। প্রতিধ্বনি কি?

৫৯। সেকালের লোক কেমন করে আগুন জ্বালত?

৬০। আলো কি?

৬১। নিম্নলিখিত কোন জিনিষের ভিতর দিয়ে শব্দ বেশী দ্রুতগতিতে যায়—বাতাস, জল, লোহা?

৬২। সূর্যে কয় রকম রং আছে?

৬৩। 'এক্সরে' কি জিনিষ?

৬৪। Steam Engineএর আবিষ্কারক কে?

জগৎ

আকাশে চন্দ্র সূর্য ছাড়া আমরা অনেক উজ্জ্বল বস্তু বা জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই। এগুলি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ;—(১) গ্রহ, (২) নক্ষত্র। গ্রহরা আমাদের পৃথিবীর জাত ভাই, এরা পৃথিবীর মতই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এদের কথা পরে বল্‌ছি ('সৌরজগৎ' দেখ)। নক্ষত্ররা আমাদের সূর্যের জাত ভাই। সূর্যের বহু কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে বলে এদের এত ছোট দেখায়। এদের কারও আবার গ্রহ আছে।

রবি, শনি, ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক ছাড়া আকাশে আমরা আরও চার রকমের জিনিষ দেখি ;—(১) ছায়াপথ, (২) নীহারিকা, (৩) ধূমকেতু, (৪) উল্কা।

'ছায়াপথ' পরিষ্কার রাত্রে আকাশের গায়ে পাতলা সাদা মেঘের একটা চওড়া ছোপের মতন দেখা যায়। বড় দূরবীণ দিয়ে দেখলে এর মধ্যে ছোট ছোট তারার সমষ্টি দেখতে পাওয়া যায়।

'নীহারিকা' ঝাপ্সা ছোট জিনিষ—তারার চেয়ে অনেক বড়। এইগুলি বাষ্পের মতো জিনিষের তৈয়ারী, হয়ত পরে জমাট বেঁধে সূর্যের মত হবে।

'ধূমকেতু' মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যায়। নীহারিকার

মত এগুলিও বাষ্পীয় জিনিষে তৈরী। হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একবার দেখা দিয়েছিল। তার একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঝাঁটার মত লেজ ছিল।

'উল্কা' তোমরা আকাশে দেখেছ। উজ্জ্বল তারার মতন জিনিষ। অত্যন্ত বেগে আকাশ পথে কিছু দূর গিয়ে শেষে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়; কোন কোন সময় পৃথিবীর গায়ে এসেও পড়ে। তাকে তারাখসা ব'লে—বাস্তবিকই তা উল্কাপাত ছাড়া কিছুই না। উল্কাপিণ্ডগুলি পাথরের মতন ছোট জিনিষ, শূন্য-পথে ছুটে বেড়ায়; পৃথিবীর আকর্ষণ সীমার মধ্যে তারা বায়ুমণ্ডলে এসে পড়্‌লে বাতাসের ঘষায় জ্বলে ওঠে।

সৌরজগৎ

সূর্য—সূর্য পৃথিবী থেকে ৯২৯ মিলিয়ন মাইল দূর এবং সূর্যের ব্যাস ৮৬৪১০০ মাইল। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য ৩৩৩৪৩২ গুণ বড়। একটা রেলগাড়ী ৬০ মাইল গতিতে দৌড়ে ১৭৫ বৎসরে সূর্যে পৌঁছতে পারে, কিম্বা একটা এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে গেলে ১০৫ বৎসরে সূর্যে পৌঁছতে পারবে। সূর্যের আলো ৪৯৯ সেকেণ্ডে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

চন্দ্র—ইহা পৃথিবীর উপগ্রহ; পৃথিবী থেকে ২৩৯০০ মাইল দূরে অবস্থিত, এবং ব্যাস ২১৬০ মাইল।

গ্রহ—এরা সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এদের নাম হচ্ছে Mercury, (বুধ) Venus, (শুক্র) Earth, (পৃথিবী) Mars (মঙ্গল) Jupiter, (বৃহস্পতি,) Saturn, (শনি), Uranus, Neptune, এ ছাড়া ১৩০৯ সালে প্লুটো নামে আর একটা নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। জুপিটার সব চেয়ে বড় গ্রহ। পৃথিবী অপেক্ষা ৯৮৩ গুণ বড়। মার্কারী সব চেয়ে ছোট গ্রহ।

পৃথিবী—পৃথিবীর ক্ষেত্র ১৯৬৫৫০০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীতে ৫৫৫০০০০০ বর্গ মাইল জমি এবং ১৪১০৫০০০ বর্গ মাইল জল আছে। ইহা সূর্যের চারিদিকে গড়ে সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল বেগে ঘোরে।

উপগ্রহ—এগুলো গ্রহের চারিদিকে ঘোরে; যেমন চন্দ্র। খালি চোখে চাঁদ ছাড়া এদের খুব বড়টাকেও দেখা যায় না। এদের ব্যাস সাধারণতঃ ৫০০ মাইলের বেশী নয়।

আমাদের পৃথিবী

বিষুব রেখায় (Equator) পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬½ মাইল এবং মেরুর দিক দিয়ে (Pole) ৭৯০০ মাইল। পৃথিবীর জমির মধ্যে এসিয়া ১/৩ অংশ এবং ইউরোপ ১/১৪ অংশ দখল করে আছে। তিনটে বড় মহাসাগর হচ্ছে, এটলান্টিক ৪১৩২১০০০ বর্গ মাইল, প্রশান্ত মহাসাগর ৬৮৬৩৪০০০ বর্গ মাইল এবং ভারত মহাসাগর ২৯৩৪০০০ বর্গ মাইল। নদী ও হ্রদ পৃথিবীর গায়ে ১০০০০০০ বর্গ মাইল দখল করে আছে। আর সমুদ্রের ১৯১০০০০ বর্গ মাইল দখল করে আছে দ্বীপগুলি। জমির উচ্চতা গড়ে ২৮০০ ফিট, আর সমুদ্রের গভীরতা গড়ে ১২৫০০ ফিট।

পৃথিবীর উর্ব্বরা ভূমি ৩৩০০০০০০ বর্গ মাইল; স্তেপ (Steppe) ভূমি ১৯০০০০০০ বর্গ মাইল, মরুভূমি ৫০০০০০০ বর্গ মাইল।

সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর স্থান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের মধ্যে মিন্‌ডিয়ানো নামক জায়গায় অবস্থিত। এখানকার সমুদ্রের গভীরতা ৩৪,২১০ ফিট আর পৃথিবীর উচ্চতম স্থান হচ্ছে ২৯০০১ ফিট (এভারেষ্টের শীর্ষ)। তা হলে গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া দূরত্বে ৬৩,২১২ ফিট অর্থাৎ ১১½ মাইলেরও বেশী।

দেশের কথা

লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ সবচেয়ে বড়।

ভারতে হিন্দু ধর্ম্মই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের ধর্ম্ম—গড়পড়তা ১০,০০০ হাজারে, ৬,৮২৪ জন লোক হিন্দু।

ভারতবর্ষে ২৩১৬টি সহর ও ৬৮৫৬৬৫টি গ্রাম আছে।

মান্দ্রাজের ভিজিগাপত্তম সব চেয়ে বড় জেলা।

বর্ম্মায় লেখাপড়া জানার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী—হাজারে ৩৬৮ জন লোক লেখাপড়া জানে।

সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর—এর পরে হায়দ্রাবাদ।

সব প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাবে মেয়ে মানুষের সংখ্যা সব চেয়ে কম. এক হাজার পুরুষের তুলনায় ৮৩১ জন মেয়ে মানুষ আছে।

মধ্য প্রদেশের মৃত্যুসংখ্যা সবচেয়ে বেশী, বার্ষিক হাজার করা ৩৩.৫।

মান্দ্রাজে মেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, ১০০০ পুরুষের তুলনায় ১,০২৫ মেয়েমানুষ আছে।

ভারতের নরনারীর সংখ্যা ৩৫ কোটি, পৃথিবীর জনসংখ্যার $\frac{1}{5}$. তার মধ্যে শতকরা ৮জন লেখাপড়া জানে—ইংলণ্ডে শতকরা ৯৯.৬৬ জন ও জাপানে শতকরা ৯৯.১২ জন লেখাপড়া জানে।

বাংলা দেশে বিধবাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—বাংলায় এক হাজার মেয়ের মধ্যে ২২৬ জন বিধবা।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার নামক স্থানে সোনা পাওয়া যায়।

আসামে মৃত্যুসংখ্যা সবচেয়ে কম—বার্ষিক মাত্র ২৩.৮।

পৃথিবীর অৰ্দ্ধেক চা ভারতবর্ষে জন্মে।

তুলার চাষে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭৯—ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ (অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অন্তরীপ) ২০০০ মাইল, আর পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম ২৫০০ মাইল। সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ২২ গুণ বড়।

বৃটিশ ভারতে প্রত্যেক বর্গ মাইলে ১৯৬ জন লোক বাস করে।

ভারতবর্ষে শতকরা ৭০ জন লোকের কৃষিকার্য্য একমাত্র উপজীবিকা।

জেলা হিসাবে মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯০ জন পল্লীগ্রামে বাস করে।

বোম্বাই থেকে পেশোয়ার প্রায় ১৫০০ মাইল আর পেশোয়ার থেকে কলিকাতা প্রায় এত মাইলেরই তফাৎ। কলিকাতা থেকে দিল্লী ৯০০ মাইল আর বোম্বাই থেকে দিল্লী ৯৫০ মাইল। কলিকাতা থেকে বোম্বাই হচ্ছে প্রায় ১২০০ মাইল।

প্রায় সমস্ত দেশটার আবহাওয়া সাধারণতঃ গরম। তবে পাহাড়ের দিকের অংশ ঠাণ্ডা।

এদেশের বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে মৌসুমী বায়ুর (monsoon) উপর নির্ভর করে। এই মৌসুমী বায়ু দুই রকম—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। এই মৌসুমী বায়ু থাকা সত্ত্বেও সব স্থানে বৃষ্টির সমতা নাই, চেরাপুঞ্জিতে বছরে গড়ে ৪৫০ ইঞ্চি এবং সিন্ধু প্রদেশে মাত্র ৬·৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষের জমীর পরিমাণ হচ্ছে ১৮,০৯,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৫,২০,৮৬,৮৭৬ জন অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর ⅕ লোক ভারতবর্ষে বাস করে।

ভারতবর্ষের বড় বড় সহর ও লোকসংখ্যা ঃ—

সহর	লোকসংখ্যা
কলিকাতা (হাওড়া সমেত)	১৪,১৯,৩২১
বোম্বাই	১১,৫৭,৮৫১
মান্দ্রাজ	৬,৪৭,২২৮
দিল্লী	৪,৪৭,৪৪২
লাহোর	৪,২৮,৭৪৭

ভারতবর্ষে ৩৫টা সহরের লোকসংখ্যা ১০,০০,০০০ উপর।

ভারতবর্ষে ৭০০ দেশীয় রাজ্য আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। সবচেয়ে ছোট হচ্ছে রাজপুতানার 'লাওয়া' রাজ্য—লোকসংখ্যা মাত্র ২,৭০০।

ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা হচ্ছে ১২৫ রকম। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি বেশী প্রচলিত :—

বাংলা	৫,০৪,৬৯,০০০
হিন্দী	৭,৮৪,১৪,০০০
মারহাট্টি	২,০৮,৯০,০০০
তামিল	২,০৪,১২,০০০
তেলেগু	২,৬৩,৭৪,০০০

ভারতবর্ষে সহরের সংখ্যা হচ্ছে ২৫৭৫; পাঁচ হাজার লোক বাস করিলে স্থানকে সহর বলে গণ্য করা হয়।

ভারতবর্ষ সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক ষষ্ঠাংশ এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় তের গুণ।

ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০০ মাইল।

সিন্ধু প্রদেশের জাকবাবাদ পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানের মধ্যে অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের তাপ ১২৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠে।

সিন্ধু প্রদেশের সমস্ত বৎসরের বারিপাতের পরিমাণ ৪।৫ ইঞ্চির বেশী নয়।

ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ১১ জন লোক সহরে বাস করে।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক লোকের গড়পড়তা প্রায় এক একর (তিন বিঘা) করে জমি আছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অন্য যে কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী— ৫,০১,১৪,০০২।

(২) পাট—বাংলা ও আসামে পাট উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আর কোথাও পাট হয় না। পাট উৎপাদনে বাংলারই একচেটিয়া অধিকার।

(৩) তৈলবীজ—তিসি, তিল, সরিষা, তুলাবীজ, ভেরেণ্ডাবীজ ও চীনা বাদাম হইতে তৈল বাহির করা হয়। খাওয়া, মাখা ও বাতি জ্বালানো এই তিন কাজের জন্যই তেল ব্যবহৃত হয়।

(৪) তামাক—বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

(৫) রবার—মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

বনজঙ্গল

বৃটিশ ভারতের প্রায় একপঞ্চমাংশ জঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বন-বিভাগের অধীনে। ১৮৬৪-তে প্রথম বড় বড় প্রদেশে বন-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬-তে দেরাদূনে প্রথম বন সম্বন্ধে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) পশ্চিমঘাটের যে সব স্থানে বেশী বৃষ্টি হয়। (২) হিমালয়, (৩) আসাম, (৪) সুন্দরবন ও (৫) তরাই অঞ্চলে জঙ্গল বেশী। পশ্চিম ঘাট, আসাম ও ব্রহ্মদেশে সেগুনকাঠ পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হিমালয়, মধ্য-প্রদেশের পাহাড় ও পূর্বঘাটে শালকাঠ, মহীশূরে চন্দনকাঠ ও পশ্চিম ঘাটে আবলুষকাঠ পাওয়া যায়।

জীবজন্তু

হিমালয় উপত্যকাতেই বেশী জীবজন্তু দেখা যায়। (১) বন্যজন্তু—সিংহ আজকাল প্রায় নাই বলিলেই চলে। গুজরাটে দুই একটা এখনও পাওয়া যায়। বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, হায়না, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি যে কোন জঙ্গলে দেখা যায়। হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর ব্রহ্মদেশ, ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূরে হাতী পাওয়া যায়। হরিণ সমতল-ভূমিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। আসাম, ব্রহ্মদেশ, উত্তরবঙ্গ ও নেপালের জলা জায়গায় ডাঙ্গায় বাস করে। বানর, সজারু, খরগোস, শূকর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

(২) গৃহপালিত জন্তু—ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, গরু ও মহিষ সর্ব্বত্র দেখা যায়। রাজপুতানা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মরুভূমিতে উট পাওয়া যায়।

(৩) পাখী—শকুন, চিল, হাঁস, রাজহাঁস, ঘুঘু, পায়রা, টিয়া, সারস, ময়না, ময়ূর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

(৪) সরীসৃপ—কুমীর সর্বত্র দেখা যায়। সাপের মধ্যে কেউটে, ভাইপার ও কিরাইত সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত।

খনি ও খনিজদ্রব্য

সোনা—মহীশূরের কোলার খনিতে সমস্ত ভারতে যা সোনা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন সোনার শতকরা তিন ভাগ ভারতে হয়।

কয়লা—বাংলা, বিহার, আসাম, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে

কয়লার খনি আছে। ইংলণ্ড ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বেশী কয়লা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান কয়লার খনি ঝরিয়া দেশে; মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৪৩·৯ ভাগ ঝরিয়া হইতে আসে। ঝরিয়া কয়লার খনির আয়তন ১৭৫ বর্গ মাইল।

লোহা—বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে লোহার খনি আছে।

লবণ—ভারতের মোট লবণের চাহিদার তিন চতুর্থাংশ দেশেই প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের লবণের খনি, রাজপুতানার সম্বর হ্রদ ও সমুদ্রের জল হইতে লবণ পাওয়া যায়।

পেট্রল—আসামে ও ব্রহ্মদেশে পেট্রল পাওয়া যায় ও এই দুই স্থান হইতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ আসে। পাঞ্জাবেও কিছুটা পাওয়া যায়।

অভ্র—বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন অভ্রের শতকরা ৮৭ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে আসে। বিদ্যুৎশিল্পে অভ্রের প্রয়োজন বেশী হয়।

ম্যাঙ্গানিজ—মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূরে পাওয়া যায়। ইস্পাত তৈরিতে ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন হয়।

সোরা—বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই খনিজ সম্পদ বেশী। কয়লা, লৌহ, তামা, চুণাপাথর ও অভ্র-সম্পদে বিহার পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব

ভারতবর্ষ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ (United Kingdom) অপেক্ষা ১৫ গুণের চেয়েও বড় ; রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের সমান। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কুড়িগুণ।

ভারতবর্ষের সব চেয়ে লম্বা অংশ হচ্ছে কাশ্মীরের দক্ষিণ থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত—প্রায় ২০০০ মাইল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে চওড়া অংশ বর্ম্মার খুব পূর্ব্ব কোণ থেকে বেলুচিস্থানের খুব পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত—২৫০০ মাইল।

ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত ট্রেণ চললে ভারতের সবচেয়ে লম্বা পথ অতিক্রম করতে লাগবে ৭ দিন।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্ব্বতশ্রেণী ভারতবর্ষেই আছে।

হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে ৭৫টা চূড়া আছে' যার সবগুলিই ২৪ হাজার ফিটের বেশী। হিমালয়ের এভারেষ্ট পর্ব্বত পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ পর্ব্বত (২৯,০০১ ফিট।)

ভারতবর্ষের আবহাওয়ার (Temperature) ও বারিপাতের (rainfall) বিভিন্নতা এত প্রকার যে, কোন দেশে তা দেখা যায় না।

ভারতবর্ষ সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ⅓ অংশ।

কাশ্মীরের Lah পৃথিবীর একটি সবচেয়ে শুষ্কস্থান এবং আসামের চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক বারিপাত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

গঙ্গার উভয় তীরে যে বড় বড় সহরের উদ্ভব হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন নদীর তীরে তা হয় নাই।

মহীশূরের Gersoppa জলপ্রপাত সৌন্দর্য ও উচ্চতা হিসাবে পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বেশী।

পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক ভারতবর্ষে থাকে।

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের লোক সংখ্যা বর্গ মাইল হিসাবে পৃথিবীর যে কোন স্থানের চেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষে ২২৫টি বিভিন্ন ভাষা আছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে মাত্র একপ্রকার ব্যবসা করে— কৃষিকার্য্য। শতকরা ৭৮ জন লোক কৃষিজীবি কিম্বা তৎসম্পর্কীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত।

ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী রকম জিনিষের চাষ হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী চাল উৎপন্ন হয়।

তুলার চাষে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে চা ভারতবর্ষে বেশী উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পাট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়

ভারতে প্রথম

সবচেয়ে বড় নদী	সিন্ধু নদ
সবচেয়ে বড় হ্রদ	কাশ্মীরের উলার হ্রদ
সবচেয়ে বড় পাহাড়	হিমালয়
সবচেয়ে লম্বা রাস্তা	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (১,৫০০ মাইলের বেশী)
সবচেয়ে বড় গম্বুজ	বিজাপুরের গোল গম্বুজ
সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভ	কুতুব মিনার
সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হওয়ার জায়গা	আসামের চেরাপুঞ্জি
সবচেয়ে বেশী লোকের প্রদেশ	বঙ্গদেশ
সবচেয়ে দীর্ঘ রেল লথ	নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে
সবচেয়ে বড় সহর	কলিকাতা
সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত	মহীশূরের গারসোপ্পা জল-প্রপাত (৯৬০ ফিট উচ্চ)
সবচেয়ে সুন্দর বাড়ী	তাজমহল
সবচেয়ে বড় মসজিদ	জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)
সবচেয়ে গরম সহর	জাকোবাবাদ
সবচেয়ে বড় বাঁধ	Lloyd dam
সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত রাজ্য	ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য
সবচেয়ে বড় সেতু	শোণ নদীর সেতু
সবচেয়ে বেশী কাপড়ের কলের স্থান	আমেদাবাদ

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গিরিপথ	খাইবার গিরিপথ
সবচেয়ে বড় গেট বা দরজা	বুলান্দ দরজা (ফতেপুর সিক্রি)
সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য	জম্মু ও কাশ্মীর
সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সবচেয়ে লম্বা Corridor	রামেশ্বর মন্দিরের Corridor (৪০০০ ফিট লম্বা)

সব চেয়ে বড়—লম্বা—বেশী

পর্ব্বত শৃঙ্গ	এভারেষ্ট (২৯,০০১ ফিট)
লাইব্রেরী	বিবলিওথিক ন্যাশন্যাল (ফ্রান্স)
মরুভূমি	সাহারা (আফ্রিকা)
উঁচু বাড়ী	এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (আমেরিকা, ১২৫০ ফিট উঁচু)
প্রাসাদ	ভ্যাটিক্যান (রোম)
সেতু	সানফ্রানসিসকো ওকল্যাণ্ড ব্রিজ (সাড়ে চার মাইল লম্বা ও দ্বিতল)
ক্যানাল	হোয়াইটসি বলটিক ক্যানাল (রুষিয়া)
বেলুন	Explorer II.
পাহাড়	হিমালয়
জাহাজ	কুইন এলিজাবেথ (৮৫,০০০ টন)
সহর	লণ্ডন
	Statue of Liberty (আমেরিকা, ১৫১ ফিট)

লম্বা গির্জ্জা	উলম্ ক্যাথিড্রাল (৫৩২ ফিট)
হীরক	কুলিনান
গভীর ও বড় সমুদ্র	প্রশান্ত মহাসাগর
বড় গির্জ্জা	'সেন্ট পিটার্স গির্জ্জা (রোম)
মুক্তা	Beresford-Hope মুক্তা (১৮০০ গ্রাম ওজন)
টেলিস্কোপ	উইলসন Observatoryতে (আমেরিকা) ২০০ ইঞ্চি লম্বা কাঁচ
যাদুঘর	ব্রিটিশ মিউজিয়াম
নদী (লম্বা)	মিসোরী-মিসিসিপি (৪,৫০২ মাইল)
বড় রেলওয়ে ষ্টেসন	Grand Central Terminal (নিউইয়র্ক) ৪৭টী প্লাটফর্ম্ম ।
গম্বুজ	গোল গম্বুজ (বিজাপুর); ১১৪ ফিট ব্যাস
প্রাচীর (লম্বা)	চীনের প্রাচীর (১৫০০ মাইল লম্বা)
দ্বীপ	গ্রীণল্যাণ্ড
ঘণ্টা	মস্কোর ঘণ্টা (৪৩২,০০০ পাউণ্ড ভারী)
পার্ক	Yellowstone National Park (আমেরিকা, ৩৩৫০ Sq. miles)
মহাদেশ	এসিয়া
টানেল	সিমপ্লন (১২ মাইল)
আগ্নেয়গিরি	হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া
টাওয়ার	ইফেল টাওয়ার, প্যারী (৯৮৪ ফিট উঁচু)

আবিষ্কার ও প্রথম প্রচলন

কোল্ট	(আমেরিকা)	রিভলভার (১৮৩৫)
মরস্	(ঐ)	বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ (১৮৩৫)
গ্রেহাম বেল	(ঐ)	টেলিফোন (১৮৭৬)
এডিসন	(ঐ)	ফনোগ্রাফ (১৮৭৭)
এডিসন	(ঐ)	Iancandescent ল্যাম্প (১৮৭৮)
রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	(ঐ)	এয়ারোপ্লেন (১৯০৩)
ওয়াট	(ইংলণ্ড)	বাষ্পচালিত এঞ্জিন (১৭৯৩)
ষ্টিফেনসন	(ঐ)	রেলের এঞ্জিন (১৮১৪)
থিমনিয়ার	(ফ্রান্স)	সেলাইয়ের কল (১৮৩০)
নোবেল	(সুইডেন)	ডাইনামাইট (১৮৬৭)
মার্কনী	(ইতালি)	বেতার (১৮৯৬)
ইস্টম্যান	(আমেরিকা)	ফটো ফিল্ম (১৮৮৩)
গুটেনবার্গ	(জার্মানী)	ধাতু নির্ম্মিত ছাপার অক্ষর (১৪৫০)
ম্যাদাম কুরী	(ফ্রান্স)	রেডিয়ম (১৯০৩)
বেয়ার্ড	(ইংলণ্ড)	টেলিভিশন (১৯২৬)
রন্টগেন	(জার্মানী)	এক্স-রে (১৮৯৫)
মার্জ্জেনথালার	(আমেরিকা)	লিনোটাইপ (১৮৮৫)
কশ্	(জার্মানী)	কলেরা বীজাণু (১৮৪০)
ল্যাভার্ণ	(ঐ)	ম্যালেরিয়া বীজাণু (১৮০৪)
এবার্থ	(ঐ)	টাইফয়েডের বীজাণু (১৮৮০)
জেনার	(ঐ)	টীকা দেওয়া (১৮৯৬)

ফারেনহাইট (ফ্রান্স)	থার্ম্মমিটার (১৭২১)
ড্যাগার ও ন্যাপ (ঐ)	ফোটোগ্রাফী (১৮৩৯)
কুনিগ (জার্মানী)	বাষ্পচালিত ছাপাকল (১৮১০)
টরিচেলি (ইটালী)	ব্যারোমিটার (১৬৪৩)
ওয়াটারম্যান (আমেরিকা)	ফাউণ্টেন পেন (১৮৬৪)
জিলেট (ঐ)	সেফটি রেজার (১৯০৪)

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা রেলওয়ে প্লাটফর্ম্ম

শোণপুর (বি, এন, ডবলু, আর)	২,৪১৫ ফিট
খড়গপুর (বি, এন, আর)	২,৩৫০ ”
বুলাওয়েও (রোডেশিয়া)	২,৩০২ ”
লক্ষ্ণৌ ষ্টেসন (ই, আই, আর)	২,২৫০ ”
ম্যানচেষ্টার ভিক্টোরিয়া এক্সচেঞ্জ (এল, এম, এস, আর)	২,১৬৪ ”
বেজওয়াদা (এম, এস, এম)	২,১০০ ”
ঝান্সী (জি, আই, পি)	৩,০২৫ ”
কোট্রী (এন, ডবলু, আর)	১,৮৯৬ ”
মান্দালয় (বর্ম্মা)	১,৭৮৮ ”
বোর্ণমাউথ (ইংলণ্ড)	১,৭৪৮ ”

পাহাড়

			ফিট
সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়া (পৃথিবীর)		এভারেষ্ট	(২৯,০০১)
”	ইউরোপের	মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক	(১৫,৭৪০)
”	অষ্ট্রেলিয়ার	মউনা কেয়া	(১৩,৯৫৩)
”	আফ্রিকার	কিলিম্যানজারো	(১৯,৩২৪)
”	আমেরিকার	একন্‌কাগুয়া (এণ্ডিস)	(২৩,০৮১)
”	এন্টারটিকার	ইরিবাস	(১২,৭৬০)

নদী

এসিয়ার সবচেয়ে লম্বা নদী		ইয়াংসি	৩,৪০০ মাইল
ইউরোপের	”	ভলগা	২,৪০০ ”
অষ্ট্রেলিয়ার	”	ম্যারে	১,৫৫০ ”
আফ্রিকার	”	নাইল	৩,৬৮০ ”
আমেরিকার	”	মিসোরী-মিসিসিপি	৪,৫০২ ”

হ্রদ

এসিয়ার সবচেয়ে বড় হ্রদ		কাশপিয়ান	১৬৫,৫২০ বর্গ মাইল
ইউরোপের	”	ল্যাডোগা	৬,৯৬০ ”
অষ্ট্রেলিয়ার	”	আয়ার	৩,৬৭০ ”
আফ্রিকার	”	ভিক্টোরিয়া	২৬,৩৫০ ”
আমেরিকা	”	সুপিরিয়ার	৩১,২০০ ”
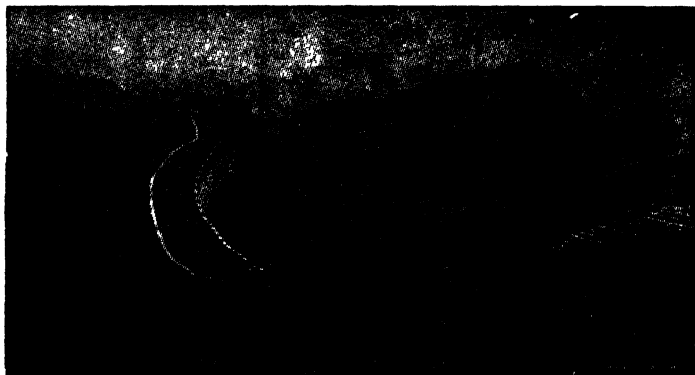
চীনের প্রাচীর
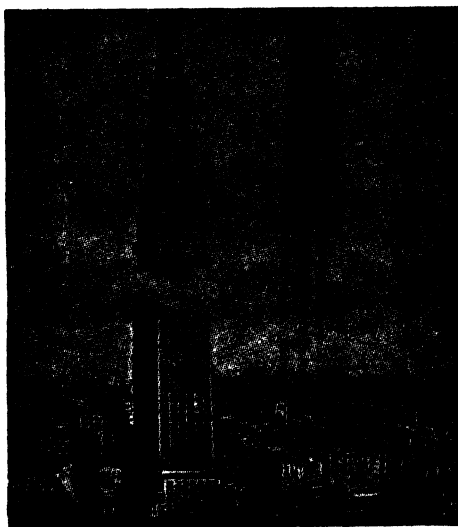
এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং
(পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ী)

খাল

সুয়েজ	খাল	(ইজিপ্ট)	১০০ মাইল
কিয়েল	”	(জার্মানী)	৬১ ”
পানামা	”	(আমেরিকা)	৪০ ”
এলব	”	(জার্মানী)	৪০ ”
ম্যানচেস্টার	”	(ইংল্যাণ্ড)	৩৫ ”
ওয়েল্যাণ্ড	”	(কানাডা)	২৫ ”

দ্বীপ

গ্রীণল্যাণ্ড	...	৮২৭,৩০০	বর্গ মাইল
নিউগিনি	...	৩৩০,০০০	”
বোর্ণিও	...	২৯০,০০০	”
বেফিনল্যাণ্ড	...	২৩৭,০০০	”
ম্যাডাগাস্কার	...	২২৮,০০০	”
সুমাত্রা	...	১৬২,০০০	”
গ্রেট ব্রিটেন	...	৮৮,৭৪৫	”

ভারতের লোকসংখ্যা

ভারতবর্ষ (মোট জন সংখ্যা)		৩৫,২৯,৮৬,৮৭৬
হিন্দু	২৩,৯১,৯৫,০০০	শতকরা ৬৮·২
শিখ	৪৩,৩৬,০০০	” ১·২
জৈন	১২,৫২,০০০	” ·৩৬
বৌদ্ধ	১,২৭,৮৭,০০০	” ৩·৬
পার্শী	১,১০,০০০	” ·০৩
মুসলমান	৭,৭৬,৭৮,০০০	” ২২·১৬
খৃষ্টান	৬২,৯৭,০০০	” ১·৮
এনিমিষ্ট	৮২,৮০,০০০	” ২·৮

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা (১৮৫৭)
বোম্বাই (১৮৫৭)
মান্দ্রাজ (১৮৫৭)
এলাহাবাদ (১৮৮৭)
পাঞ্জাব (১৮৮২)
লক্ষ্ণৌ (১৯২০)
নাগপুর (১৯২৩)
ঢাকা (১৯২০)
পাটনা (১৯১৭)
ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৭)
আলিগড় মুসলিম (১৯২০)
দিল্লী (১৯২২)
আগ্রা (১৯২৭)
বেনারস হিন্দু (১৯১৫)
অন্ধ্র (১৯২৬)
আন্নামালাই (১৯২৯)
রেঙ্গুন (১৯২০)
মহীশূর (১৯১৬)
ওসমানিয়া (হায়দ্রাবাদ, ১৯১৮)

প্রথম ভারতবাসী

প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার	জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
প্রথম ভারতীয় আই, সি, এস	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম ভারতীয় গভর্ণার	লর্ড সিংহ
Executive Councilএর প্রথম ভারতীয় সভ্য	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
হাইকোর্টের প্রথম চিফ্ জাষ্টিস্	স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র
প্রথম নোবেল প্রাইজ পান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পার্লামেন্টের প্রথম সভ্য	দাদাভাই নাওরোজী
প্রথম বিলাতী লর্ড	লর্ড সিংহ
প্রথম ভারতীয় V. C.	খোদাদাদ খান
প্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য	আমীর আলী
ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার	আনন্দমোহন বসু
ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রথম ভারতীয় কর্তৃক এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসা	চাওলা
আই, সি, এস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার	স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
লিগ অফ নেশনের সভাপতি	আগা খাঁ
প্রথম মহিলা মন্ত্রী	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, ২রা অক্টোবর ১৮৬৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, ৬ই মে ১৮৬১।

কংগ্রেস স্থাপনের বৎসর, ১৮৮৫।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৫।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু, ১৬ই জুন ১৯২৫।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা, ৪ঠা জুলাই ১৭৭৬।

রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন, ১২ই মার্চ্চ ১৯১৭।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত, ১৫ই মে ১৮৭৮।

ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ, ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪।

" " শেষ, ১১ই নবেম্বর ১৯১৯।

নেপোলিয়নের মৃত্যু, ৯ই মে ১৮২১।

সেক্সপিয়রের জন্ম, ২৩শে এপ্রিল ১৫৬৪।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত, ১৮৫৭।

সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭।

লেনিনের মৃত্যু, ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৪।

প্রথম এরোপ্লেন ওড়া, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩।

আমণ্ডসেনের প্রথম দক্ষিণমেরু পৌঁছান, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯১১

পিয়ারীর প্রথম উত্তরমেরু পৌঁছান, ৬ই এপ্রিল ১৯০৯।

ল্যাভারণ কর্ত্তৃক প্রথম ম্যালেরিয়া বীজাণু আবিষ্কার, ১৮৮০।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম, ১৮৩৬।

চৈতন্যের মৃত্যু, ১৫২৭।

মার্কনীর প্রথম বেতার সংবাদ পাঠান, ১৯০২।

প্রথম বাংলা বই ছাপা, ১৭৭৪।

ভারতবর্ষে প্রথম রেল চলা, (বম্বে থেকে থানা) ১৮৫৩।

শিখ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা নানকের জন্ম, ১৪০৯।

বসন্তের টীকা দেওয়ার প্রথম প্রচলন, ১৭মে ১৭৯৬।

সমুদ্র পথে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন, ভাস্কো ডা গামা, ১৪৯৮।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১৯২৪।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু, ১৮৯৯।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, ১৮৩৬ ; মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪।

লিগ অফ নেশনস্ স্থাপিত, ১৫ নভেম্বর ১৯২০।

কোয়েটার ভীষণ ভূমিকম্প, ৩০ মে ১৯৩৫।

জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা স্থাপিত, ১৬৬০।

'থার্ম্মোমিটার' (তাপ মাপার যন্ত্র)

পৃথিবীতে তিন রকম স্কেলের থার্ম্মোমিটার প্রচলিত আছে।

১ম—ফ্যারেনহাইট (Fahrenheit) থার্ম্মোমিটার,—এই থার্ম্মোমিটার বৃটিশ সাম্রাজ্যে এবং আমেরিকায় প্রচলিত। এর Boiling point (জল ফোটার তাপ) হচ্ছে ২১২ ডিগ্রি এবং Freezing point (জল জমার তাপ) হচ্ছে ৩২ ডিগ্রি।

২য়—সেন্টিগ্রেড (Centigrade) থার্ম্মোমিটার—এই থার্ম্মো-

মিটার সাধারনতঃ ফরাসীদেশে ও বৈজ্ঞানিক কাজে পৃথিবীর সর্বত্র চলে, Boiling point হচ্ছে ১০০ ডিগ্রি এবং Freezing point O ডিগ্রি।

৩য়—জার্মানদের রমার (Reaumer) থার্মোমিটার প্রচলিত—এর Boiling point হচ্ছে ৮০ ডিগ্রি এবং Freezing point O ডিগ্রি।

নদী

		মাইল
মিসোরী-মিসিসিপি	...	৪,৫০২
আমাজন	...	৫,০০০
নাইল	...	৩,৬০০
ইয়াংসি	...	৩,৪০০
ইনিসি	...	২,৯৫০
কঙ্গো	...	৩,০০০
লেনা	...	৩,০০০
নাইজার	...	৩,০০০
ওবি	...	২,৭০০
হোয়াংহো	...	২,৬০০
আমুর	...	২,৫০০

পারানা	...	২,৪৫০
ভল্গা	...	২,৪০০
ম্যাকেঞ্জি	...	২,৩০০
লা প্লাটা	...	২,৩০০
ইউকন	...	২,০০০
আরকানসাস্	...	২,০০০
মেডিরা	...	২,০০০
সেন্ট লরেন্স	...	১,৮০০
রায়ো ডেল্ নর্ট	...	১,৮০০
ডানিয়ুব	...	১,৭২৫
ইউফ্রেটিস	...	১,৭০০
সিন্ধু	...	১,৭০০
ব্রহ্মপুত্র	...	১,৬৮০
জাম্বেসি	...	১,৬০০
গঙ্গা	...	১,৫৮০
ইরাবতী	...	১,৫৮০

অত্যুচ্চ বাড়ী

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং	(আমেরিকা)	১২৫০ ফুট
ক্রাইসলার বিল্ডিং	”	১০৪৮ ”
ব্যাঙ্ক অফ ম্যানহাটান	”	৯৪৮

ক্রেন টাওয়ার	(আমেরিকা)	৮৮০	ফুট
উলওয়ার্থ বিল্ডিং	”	৭৯২	”
টার্মিনাল টাওয়ার	”	৭০৮	”
মেট্রোপলিটান বিল্ডিং	”	৭০০	”
চ্যানিন টাওয়ার	”	৬৮০	”
লিঙ্কন বিল্ডিং	”	৬৩৮	”
ইফেল টাওয়ার	(ফ্রান্স)	৯৮৪	”
উলম ক্যাথিড্রাল	(জার্মানী)	৫২৯	”
কোলোন ক্যাথিড্রাল	”	৫১২	”
ষ্ট্রাসবার্গ ক্যাথিড্রাল	”	৪৬৮	”
পিরামিড	(ইজিপ্ট)	৪৮১	”
সেন্টপিটার্স গির্জ্জা	(রোম)	৪৪৮	”

ওড়ার রেকর্ড

ওড়োজাহাজ

বেশীদূর—গ্রাফ্ জেপলিনের জার্মানী থেকে টোকিও গমন। ১৫—১৯শে আগষ্ট, ৭৫০০ মাইল।

এয়ারোপ্লেন

এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারক—রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩, প্রথম ওড়া। মাত্র ৮৫০ ফিট।

না থেমে দূরের পাড়ি (Non-stop-flight)

ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিমান-চালক কেলেট ইসমাইলিয়া (ইজিপ্ট) থেকে পোর্ট-ডারউইন (অষ্ট্রেলিয়া) যাওয়া। সর্ব-সমেত ৭,১৬২ মাইলে একবারও না থেমে ওড়া হয়েছিল।

এয়ারোপ্লেনে মেরুযাত্রা

১৯২৬ সালে কমাণ্ডার বেয়ার্ড সর্বপ্রথম এয়ারোপ্লেনে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেন।

পৃথিবীর পরিক্রমা

আমেরিকাবাসী হাওয়ার্ড হিউজেস্ সবচেয়ে কম সময়ে এয়ারোপ্লেনে পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন (১৯৩৮)। তাঁর সময় লেগেছিল ৩ দিন ১৯ ঘণ্টা ১৬ মিনিট—এবং ১৪,৮৮৬ মাইল উড়তে হয়েছিল।

এয়ারোপ্লেনে উঁচুতে ওঠা

১৯৩৭ সালে ইংরেজ বৈমানিক এডাম ৫৩,৯৩৭ ফিট উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন।

বেলুনে উঁচুতে ওঠা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেলুন Explorer II ১৯৩৫ সালে আমেরিকায় ৬০ হাজার ফিট উপরে উঠতে পেরেছিল।

দ্রুতগতি

ইতালীর সৈনিক কর্ম্মচারী Agello ১৯৩৩ সালে ঘন্টায় ৪৪০ মাইল গতিতে এয়ারোপ্লেন চালাতে পেরেছিলেন।

লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়া

স্কট্ ও ব্ল্যাক ২ দিন ২৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ১১,৩০০ মাইল পথ ঘণ্টায় ১১৯ মাইল গতিতে উড়ে লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছতে পেরেছিলেন।

বহুক্ষণ শূন্যে থাকা

আমেরিকার দুই ভাই ফ্রেড কেজ ও অ্যাল কেজ ১৯৩৫ সালে আকাশে এয়ারোপ্লেনে ২৭ দিন থাকতে পেরেছিলেন।

দ্রুতগতির রেকর্ড

মোটর বোটের গতি—স্যার মালকম ক্যমবেল ঘণ্টায় ১৩০·৯১ মাইল বেগে মোটর বোট চালাতে পেরেছেন।

মোটরকার—বিলাতের ক্যাপ্টেন ইষ্টন (ইংল্যাণ্ড) মোটরকার ঘন্টায় ৩৫৭·৫ মাইল বেগে চালিয়ে ছিলেন।

গভীর সমুদ্রে ডুব—আমেরিকার অধ্যাপক বিব Bathyshereএ সমুদ্রতলে ৩,০২৮ ফিট নীচে নেমেছিলেন।

মোটর সাইক্ল—হাঙ্গেরীর আরনেষ্ট হিন্ ঘণ্টায় ১৫৭·১২ মাইল বেগে মোটর সাইক্ল চালিয়েছিলেন।

মানুষের দৌড়—Wooderson (England) এক মাইল ৪ মিনিট ৬৪ সেকেণ্ডে দৌড়েছিলেন।

মানুষের সাঁতার—মেডিকা ১ মাইল ২০ মিনিট ৫৭ঃ সেকেণ্ডে সাঁতার দিয়েছিলেন।

মানুষের হাঁটা—P. Bernhardt (Latvia) ১ মাইল ৬ মিনিট ২১ঃ সেকেণ্ড হেঁটেছিলেন।

ট্রেণ—করোনেশন এক্সপ্রেস (ইংল্যাণ্ড) ঘণ্টায়, ১২৫ মাইল পর্য্যন্ত যেতে পেরেছে।

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য

প্রাচীন যুগের আশ্চর্য্য

১। ইজিপ্টের পিরামিড

২। হ্যালিকারনেসাসে রাজা মওসলাসের সমাধিস্তম্ভ (Halicarnassus)

৩। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান

৪। ওলিম্পিয়ায় জুপিটারের মূর্ত্তি

৫। ডায়নার মন্দির

৬। রোডসের কোলোসাস্

৭। আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইট হাউস

অন্যান্য যুগের আশ্চর্য

১। রোমের কলোসিয়াম
২। আলেকজেন্দ্রিয়ার কাটাকম্বস (catacombs)
৩। চীনের প্রাচীর
৪। ইংল্যাণ্ডের Stonehenge
৫। পিসার হেলানো মিনার (Tower)
৬। ন্যান্‌কিনের চিনামাটির মিনার (Tower)
৭। কন্সষ্টান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়ার মসজিদ

বর্ত্তমান যুগের আশ্চর্য

১। বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন
২। মোটর ও রেল এঞ্জিন
৩। এয়ারোপ্লেন
৪। রেডিয়াম
৫। Anesthetics (বেদনা নাশক) ও Antitoxins (বিষের প্রতিষেধক) আবিষ্কার
৬। Spectrum Analysis
৭। এক্স-রে ও Ultra violet-ray (অতি-বেগুনি আলো) আবিষ্কার

পৃথিবীর বারোটি বড় সহর

লণ্ডন	৮,২০২,৮১৮	মস্কো	৩,৬৬৩,০০০
নিউ ইয়র্ক	৭,৯৮৬,০০০	বুয়েনোস আয়ারস্	২,২৯০,৭৮৮
টোকিও	৬,২৭৪,০০০	প্যারী	৩,০০০,০০০
সিকাগো	৩,৩৭৬,৪৫৮	সাংহাই	৩,৫৬৫,৪৭৬
বার্লিন	৪,২৯৯,৩১৮	ওসাকা	৩,১০১,০০০
লেলিনগ্রাড	২,৭৭৬,৪০০	বুয়েনোস এয়ার্স	২,২৯০,৭৮৮

পশুপাখীর আয়ু

		বৎসর
ভালুক	...	২০—৩৫
বিড়াল	...	১০—২৫
মুরগী	...	১৫—২০
কুকুর	...	১০—১৫
হাতী	...	১০০—২০০
ছাগল	...	১২—১৫

		বৎসর
হাঁস	...	২৫—৫০
সাপ	...	১৫
গিনিপিগ্	...	৫—৭
খরগোস	...	৭—১২
ঘোড়া	...	১৫—৩৫
সিংহ	...	১২—২৫
পেঁচা	...	৬—৮
টিয়াপাখী	...	১০—৫০
ইঁদুর	...	৩—৪
ব্যাঙ্	...	৫—১০
বাঘ	...	১৫—২০
নেকড়ে বাঘ	...	১০—১২
কচ্ছপ	...	১৫০—

উত্তর

১। ৩৩৬ দিন

২। 'পশুশালা' অর্থাৎ যেখানে বন্য জন্তুদের রাখা হয়

৩। হিমালয়

৪। ডেনমার্ক দেশীয় ছেলেমেয়েদের রূপকথা

৫। দুধ কিংবা দুধের সর থেকে

৬। Leg before wicket

৭। লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল

৮। ছোট বয় স্কাউটদের wolf cub বলা হয়

৯। বাঁ দিকে

১০। পূর্ব্ব দিকে

১১। তিন কোণা আকারের প্রকাণ্ড প্রাচীন স্তম্ভ—প্রাচীন মিশর-বাসীরা তৈরী করেছিল

১২। হীরা

১৩। দূরের জিনিষ কাছে ও বড় দেখাবর যন্ত্র

১৪। 'খৃষ্টমাস ডে'র পরের দিন

১৫। গুটী পোকার লালা থেকে

১৬। লাল

১৭। তারিখের হিসাব

১৮। যে overএ কোন 'রাণ্' হয় না

১৯। বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্র

২০। লণ্ডন

২১। উট

২২। এক রকম মূল্যবান কাঠ

২৩। জলের নীচে এক রকম জাহাজ

২৪। জাপানের রাজা

২৫। ২১ বৎসর বয়সে

২৬। তিনি উপদেশপূর্ণ উপকথা লিখেছিলেন

২৭। ধ্রুবতারা (Pole Star)

২৮। খৃষ্টানদের প্রার্থনার শেষ কথা—মনে 'ইহাই হউক'

২৯। এক প্রকার বন্দুক, যা থেকে কলের সাহায্যে পর পর খুব দ্রুত গুলি বেরিয়ে আসে

৩০। দৌড়ের নানা রকম প্রতিযোগিতার সময় সূক্ষ্মভাবে হিসাব করার এক রকম ঘড়ি

৩১। কাঁচের পাত্র, যাতে বালি দিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় মাপা হয়—সরু নল দিয়ে বালি আস্তে আস্তে উপর থেকে নীচে প'ড়ে সময় নির্দ্দেশ করে

৩২। জলার পচা জিনিষের গ্যাস থেকে ওঠা এক রকম আলো

৩৩। বালির মধ্যে, কাঁকড়ের মধ্যে অথবা মাটির মধ্যে, পাহাড়ের কাটালে (প্রাধানতঃ আফ্রিকায়)

৩৪। ২১শে জুন

৩৫। ২৩শে ডিসেম্বর

৩৬। On His Majesty's Service

৩৭। মূল্যবান্ পাথর, আলোকে যার নানা রং দেখায়

৩৮। কোনও কোনও স্থানে গ্রীষ্মকালে ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়—তাকে 'Summer Time' বলে

৩৯। কোন জিনিষ বা অধিকারীর সৌভাগ্য আনে ব'লে বিশ্বাস

৪০। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে চন্দ্র এসে পড়লে সূর্য দৃষ্টির আড়াল হয়, তখন সূর্যগ্রহণ হয়

৪১। অনেক মাইল ব্যাপী ঘাসের বন

৪২। কাগজ

৪৩। কাঠের তৈরী দেবতা যা আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা পূজা করে

৪৪। ছাতার মত জিনিষ, যার সাহায্যে আকাশে এয়ারোপ্লেন কিম্বা বেলুন থেকে মাটিতে নামা যায়

৪৫। কম্পাস

৪৬। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের বলা হয়

৪৭। ডাক্তার আসার আগে আহত লোকের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা

৪৮। এক রকম জলীয় সুগন্ধি (কথাটির মানে 'কলোন সহরের জল')

৪৯। জর্জ্জ ষ্টিফেনসন

৫০। পানামা খাল

৫১। জন্তুর নাড়ি ভুঁড়ি দিয়ে

৫২। ব্যাটস্‌ম্যান জোরে বল মারার পর বল একবার মাটিতে লেগে শূন্যে উঠ্‌লে Bump ball হয়

৫৩। কাঠি দিয়ে

৫৪। অক্সিজেন ও নাট্রোজেন

৫৫। ক্ষয়প্রাপ্ত অতীত যুগের গাছপালা

৫৬। মার্কনী

৫৭। ইংরাজ সৈন্যদের

৫৮। এক রকম ঘরের ভিতরের খেলা—টেবিলের উপর খেলে; এই খেলার অন্য নাম Table Tennis.

৫৯। ইতালীর জাতীয় দল

৬০। খুব ছোট ছোট সামুদ্রিক পোকার মৃতদেহ জমা হয়ে

৬১। পিয়ারী (Peary)

৬২। ঘণ্টায় ৭ মাইল বেগে

৬৩। অক্সফোর্ড, কিম্বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের

৬৪। ২৬ মাইল দৌড়—সর্ব্বপ্রথম গ্রীসে আরম্ভ হয়। পিডিপিডিস নামক একজন সৈন্য ২৬ মাইল দৌড়ে মারাথন যুদ্ধ জয়ের খবর রাজধানীতে আনে—সেই থেকে মারথন দৌড়ের সূচনা

৬৫। টেনিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার

৬৬। Mareylebone Cricket Club.

৬৭। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় জয়লাভের পুরস্কার

৬৮। মাটি, জল, বাতাস, আগুন

৬৯। সব জিনিষকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে টান্‌ছে, এই জন্যে তারা 'ভারী' হয়

৭০। জ্যান্ত দেহের ভিতরে হাওয়া থাকে বলে জলের চেয়ে হাল্কা ; তাই জলে ভাসে

৭১। পৃথিবী নিজের গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ঢের বেশী বড় বলে তাকে এত জোরে টানছে যে সে বেরিয়ে যেতে না পেরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

৭২। নেপালের মহারাজা

৭৩। এয়ারোপ্লেন বাতাসের চেয়ে ভারী ; Airship বাতাসের চেয়ে হাল্কা

৭৪। Baseball.

৭৫। মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো এক মুহূর্ত্তেই হয়, কিন্তু আমরা আলো কয়েক সেকেণ্ড আগে দেখি। এর কারণ এই যে, আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে আসে, আর শব্দ আসে এর চেয়ে অনেক কম বেগে—সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট বেগে

৭৬। ফ্রান্স দেশবাসী লুই ব্রেইল প্রথমে অন্ধদের পড়ার উপায় আবিষ্কার করেন। কয়েকটি উঁচু ফুটকির উপর হাত বুলিয়ে পড়া হয়

৭৭। সূর্য্যের আলো থেকে আকাশ নীল রং পায়। এই আলোতে সব রকম রং আছে। এই সব রং মিশে সূর্য্যের আলো সাদা হয়। কিন্তু সমস্ত আকাশে অসংখ্য ধুলোর কণা উড়ে বেড়ায় —এই সব ধুলো নীল রং ছাড়া সূর্য্যের অন্য সব রং হজম করে ফেলে—এই নীল রং আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়

৭৮। দুইবার—ছেলে বেলায় মাত্র ২০টা দাঁত হয়, তাকে দুধের দাঁত বলে। বড় হলে ওঠে ৩২টা দাঁত

৭৯। যে সব মুসলমান মক্কায় তীর্থ করে এসেছে

৮০। দশ বৎসর অন্তর

৮১। সুইডেনের বিখ্যাত ডাইনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল অনেক লক্ষ টাকা ছয়টি পুরস্কারের জন্য দান করে দিয়েছেন

৮২। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বৌদ্ধ গিরিগুহা—এর গায়ে হাজার বৎসর পূর্ব্বের আঁকা সুন্দর চিত্র আছে, ইহা পৃথিবী বিখ্যাত

৮৩। সিন্ধু নদী

৮৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের লস্ এঞ্জেলস সহরের অংশ—বায়োস্কোপের জন্য বিখ্যাত

৮৫। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে

৮৬। এক রকম গাছের রস

৮৭। চোখের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ কতকগুলো খুব সরু স্নায়ু দিয়ে, মাথায় হঠাৎ কোন আঘাত পেলে এই স্নায়ু চঞ্চল হয়ে ওঠে; তখন আমরা চোখে শর্ষে ফুল দেখি

৮৮। নাক দিয়ে নিশ্বাস না টেনে মুখ দিয়ে নিশ্বাস টানলে আমাদের নাক ডাকে

৮৯। কলিকাতার যাদুঘর

৯০। আরুণি

৯১। একলব্য

৯২। সিন্ধু প্রদেশের জাকোবাবাদ সহর

৯৩। চেরাপুঞ্জি

৯৪। পামীর মালভূমি

৯৫। চীন দেশে

৯৬। যে বালীর মধ্যে অতি সহজেই পা বসে যায়

৯৭। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের জন্য ব্রিটিশ রাজ্যের সৈন্যদের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—মেডাল ও পেন্সান

৯৮। এক রকম যন্ত্র, যার মধ্যে খাবার রাখ্‌লে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে

৯৯। রাত ১২টার পর থেকে দুপুরে ১২টা পর্য্যন্ত A.M. ; বিকেল বেলা ১২টার পর থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত P. M.

১০০। ২২ গজ

১০১। কোনও আসামীকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়ার সময়

১০২। সমুদ্রে হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হলে জাহাজের বিপদ জানাবার সঙ্কেত

১০৩। পোলো খেলার সময় এক একটা ভাগ

১০৪। Bull Fighting (ষাঁড়ের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে লড়াই)

১০৫। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সব প্রদেশে এই সময় প্রচলিত—কলকাতার সময় থেকে ২৪ মিনিট পশ্চাতে

১০৬। বাঁশ (উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান অনুসারে বাঁশ ঘাস জাতীয়)

১০৭। ছোট জিনিষ বড় দেখাবার যন্ত্র

১০৮। জার্মাণীর আধুনিক জাতীয় দল

১০৯। চাঁদের আকর্ষণে

১১০। পৃথিবীর নোনা মাটি ধুয়ে ধুয়ে নদী থেকে সাগরে পড়ে ক্রমশঃ সাগরের জল নোনা হয়েছে

১১১। চীন দেশে

১১২। এক রকম ফুলের কুঁড়ি

১১৩। এক জাতীয় গাছের ছাল

১১৪। কাপড়ের লম্বালম্বি সূতাকে 'টানা' আর চওড়া-ভাবের সূতাকে 'পড়েন' বলে

১১৫। এক জনের আবিষ্কৃত কোনও জিনিষ অন্যে যাতে তৈরী করতে না পারে সে জন্য সরকারী 'পেটেণ্ট আফিস' থেকে দলিল লিখে নিজের দাবী মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া

১১৬। এক রকম গাছের আঠাল রস ; তার ভিতরে এক রকম পোকার শরীরের লাল রং মিশান থাকে

১১৭। চীন দেশে

১১৮। কাশী (হিন্দুদের)

১১৯। প্রথম পেন্সিলের সীস সীসা দিয়ে তৈয়ারী হতো ব'লে এখন গ্রাফাইট নামে কয়লা জাতীয় এক রকম জিনিষ দিয়ে তৈয়ারী হয়

১২০। চুলের গোড়ায় একরকম রং থাকে ; সেই রং কোনও কারণে ফুরিয়ে গেলে চুল পাকে

১২১। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলে। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার সময় মনে করেছিলেন ভারতবর্ষে এসেছেন ; তাই সেখানকার লাল-চামড়াওয়ালা (তামাটে রংএর) অধিবাসীদের তিনি ঐ নাম দিয়েছিলেন

১২২। আগ্রা সহরে মোগল বেগম মমতাজমহলের কবরের উপর মার্বেল পাথরের চমৎকার গম্বুজওয়ালা মন্দির ; অনেকের মতে পৃথিবীর সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ

১২৩। প্রয়াগ (বা এলাহাবাদ)

১২৪। পুরী

১২৫। ইরাণ

১২৬। পুণা

১২৭। রাজপুতনার মরুভূমিতে আর কাথিওয়াড় প্রদেশে

১২৮। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশে

১২৯। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে খেলাধূলার বিরাট প্রতিযোগিতা। প্রাচীন গ্রীসে zeus দেবতার সম্মানের জন্যে প্রথম এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়—প্রতি পঞ্চম বৎসরে এই খেলা হোত। অনেক শত বৎসর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবার অনুষ্ঠিত হয়

১৩০। গায়ের চামড়ার মধ্যে ছোট ছোট কোষ আছে, যার মধ্যে রং থাকে ; এই রং থেকেই আমাদের গায়ের রং। সূর্য্যের আলো আর তাপ পেলে এই রং গাঢ় হয়, তাই গরম দেশের লোক কালো

১৩১। ইজিপ্টে ; হাজার বৎসর আগে

১৩২। আমণ্ডসুন

১৩৩। ১১টি নূতন রাজ্য

১৩৪। Ethiopia

১৩৫। ২২৫টি

১৩৬। সংস্কৃত ভাষার চলিত বা মৌখিক ভাষার নাম

১৩৭। সময় সময় দেখা যায়—যখন বাতাস আগুনে গরম হয়। গরম ষ্টোভের উপর কিংবা জমির উপর বাতাস দেখা যায়

১৩৮। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলানা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে

১৩৯। ১লা এপ্রিল থেকে

১৪০। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে মোহনার দিকে তাকালে ডান হাত যে দিকে থাকে, সেই দিক হচ্ছে নদীর ডান দিক

১৪১। গ্যাস খোলার গা দিয়ে বেরিয়ে যায়—এতে ডিম হাল্কা হয়, ডিম পচলে তার ভিতরের কতক অংশ গ্যাস হয়

১৪২। মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ

১৪৩। ব্রিটিশ গায়নার ১৮৫৬ সালের এক সেন্ট দামের টিকিট, বর্ত্তমানে দাম ১০,০০০ পাউণ্ড

১৪৪। মাউণ্ট উইলসনের (আমেরিকা) ২০০ ইঞ্চির কাচ

১৪৫। অধ্যাপক বিব—৩০২৮ ফিট নীচে নামতে পেরেছিলেন

১৪৬। আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর উপরের সেতু, লম্বায় ১১,৬৫০ ফিট্

১৪৭। ইংরাজের জাতীয় পতাকা—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ও ওয়েলসের জাতীয় পতাকা থেকে গঠিত

১৪৮। ২১২ ডিগ্রি

১৪৯। বৎসর ২,৫৮,০০০ টাকা

১৫০। লাট সাহেবের গাড়ী

১৫১। মাদাম কুরী—রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন

১৫২। জুয়ান সেবেষ্টিয়ান ডেল কানো

১৫৩। ছয় মাস

১৫৪। হাইড্রোজেন

১৫৫। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

১৫৬। দুইটি

১৫৭। সিনকোনা গাছের ছাল থেকে

১৫৮। ৯৮'৪ ডিগ্রী ফাঃ

১৫৯। ভারতবর্ষের একরকম বায়ু প্রবাহ যা বর্ষাকালে আসে

১৬০। আলফ্রেড নোবেল

১৬১। ১৩

১৬২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬৩। অষ্ট্রেলিয়া

১৬৪। God be with you

১৬৫। ইংরাজদের

১৬৬। 'Be prepared'

১৬৭। খোদাদাদ খান

১৬৮। রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী, পাতাউডীর নবাব

১৬৯। হকি খেলায়

১৭০। বাঙ্গালী গণিতজ্ঞ। অঙ্ক কষিবার সহজ উপায় ছড়ায় তৈরী করেছিলেন

১৭১। জাপানী কুস্তী

১৭২। খাইবার গিরিপথ

১৭৩। দেশের জন্য আত্মহত্যা করা—জাপানে প্রচলিত

১৭৪। Seismograph

১৭৫। মেরুপ্রদেশে বরফের উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় এক রকম আলোর সৃষ্টি

১৭৬। ৩৭টি

১৭৭। সুন্দরী গাছের বন বলে

১৭৮। শিখদের স্বর্ণ-মন্দিরেব জন্য

১৭৯। তুর্কীদেশের জননেতা ও প্রেসিডেন্ট

১৮০। ১৮৫৭

১৮১। দাদাভাই নওরোজী, ভবনাগরী ও সাকলাৎওয়ালা

১৮২। তিব্বতের

১৮৩। পার্শী

১৮৪। শিখ—কৃপাণ, কেশ, লোহার বালা (কাঁড়া) চিরুণী (কাঁকই) ও ল্যাঙ্গোট (কুঞ্চি) এই পাঁচটিকে সব সময় ধারণ করতে হয়

১৮৫। সাড়ে সাত বৎসর

১৮৬। ব্রেজিল

১৮৭। মাদাম কুরী

১৮৮। তামা আর দস্তা

১৮৯। তামা, দস্তা, অল্প রূপা

১৯০। এক রকমের লোহা ; সামান্য অঙ্গার এবং দু' একটি ধাতু মিশিয়ে খুব মজবুত 'ইস্পাত' লোহা থেকে তৈরী হয়

১৯১। 'টিন' ধাতু

১৯২। নিকেলের সঙ্গে অল্প তামা মিশিয়ে

১৯৩। রূপার সঙ্গে অল্প তামা মিশিয়ে

১৯৪। বৈদ্যুতিক তার এবং বৈদ্যুতিক অন্যান্য সরঞ্জামের কাজে

১৯৫। সীসা

১৯৬। গলান দস্তায় চাদর ডুবিয়ে

১৯৭। বিদ্যুৎ প্রবাহের (Electric Current) সাহায্যে এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর কলাই করাকে 'ইলেক্ট্রোপ্লেট' বলে। চলিত কথায় আমরা 'গিল্টি' বলি

১৯৮। রূপা

১৯৯। নরম অবস্থায় ধাতুকে রোলারের চাপে, দুটা রোলারের ভিতর দিয়ে টেনে

২০০। 'অসমিয়াম' (Osmium) ও 'টাংষ্টেন' (Tungsten)

২০১। কয়লা থেকে, তাপের সাহায্যে চোয়ান এক রকম গাড় কালো, দুর্গন্ধি আঠাল জিনিষ

২০২। আলকাতরা অনেক রকমের কাজে লাগে। আলকাতরা প্রলেপ দিয়ে কাঠ রং দিলে উই প্রভৃতি পোকা কাঠ নষ্ট করে না, আলকাতরা থেকে কার্বলিক এসিড, নানা রকমের ঔষধ, ফটো-গ্রাফের ডেভেলাপার, বহু রকমের রং, সুগন্ধি হয়, বেকলাইট নামে একরকম কঠিন জিনিষ হয়, যাকে ছাঁচে ঢেলে নানা রকমের জিনিষ তৈয়ারী করা যায়

২০৩। মাটীর নীচে, খনির মধ্যে

২০৪। পেট্রলের সঙ্গে কেরোসিন থাকে, সাদা মোমজাতীয় প্যারাফিন থাকে

২০৫। পাইন গাছের গা চিরে তার্পিণ বের করা হয়

২০৬। পাইন গাছ থেকে পাওয়া আঠাল জিনিষ; জমে কঠিন হয়ে রজন হয়

২০৭। আলকাতরা থেকে তৈয়ারী জীবাণুনাশক তরল জিনিষ

২০৮। 'পিচ' জাতীয় জিনিষ (কয়লা থেকে পাওয়া)

২০৯। হাড়, শিং প্রভৃতিকে গরমের সাহায্যে, জলের সঙ্গে গলিয়ে সিরিশ তৈয়ারী হয়

২১০। ক্ষারের সঙ্গে তেল বা চর্বি মিশিয়ে

২১১। কাঁচ-জাতীয় জিনিষ

২১২। রজন, তিসির তেল মিসিয়ে বার্ণিশ তৈয়ার করে তার সঙ্গে ভূষো কালী বা অন্য কোন রং মিশিয়ে

২১৩। তিসির তেল আর খড়ি দিয়ে

২১৪। রজন আর তিসির তেলে তৈয়ারী বার্ণিশ আর কোন রকমের রং

২১৫। স্পিরিটের সঙ্গে গালা মিশিয়ে

২১৬। এক রকম গাছের আঠাল রস ; জমে কঠিন হয়ে যায়

২১৭। পাথরী চূণ আর এক জাতীয় কাদা, আগুনের সাহায্যে মিলিয়ে

২১৮। মৌচাকের মধ্যে

২১৯। একজাতীয় শক্ত-খোসাওয়ালা ফলের ভিতরের অংশ, গুঁড়া করা আর ভাজা

২২০। এক জাতীয় শক্ত ফল গুড়া ক'রে, ভেজে কফি তৈরী হয়

২২১। ঘাস, তুলার কাপড়, কাঠের মণ্ড প্রভৃতি

২২২। লম্বা ফিতার মত থান

২২৩। ছোট ছোট তা

২২৪। খড় থেকে

২২৫। খবরের কাগজ ছাপায়

২২৬। কাঠ থেকে

২২৭। ভেড়ার লোম থেকে

২২৮। বর্ষাকালে বায়ুতে খুব বেশী বাষ্প আসে, নুন চারিদিকের জলী

বাষ্প হতে খুব বেশী জল টানে সেই জন্য নুন বর্ষাকালে বেশী ভেজা থাকে

২২৯। সরু গর্তের ভিতর দিয়ে গরম, নরম ধাতুকে টেনে বের করে

২৩০। উঁচু বাড়ীর উপর থেকে গলান সীসা ঝাঝরি দিয়ে তুলে ফেলে দেওয়া হয়। সীসার ছোট গুলি ঝাঁঝরি থেকে বেরিয়ে জলে প'ড়ে ছররা গুলি হয়

২৩১। তাঁত

২৩২। চরকা

২৩৩। হাত 'তকলি' বা 'টেকোর' সাহায্যেও সূতা কাটা হয়

২৩৪। বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশে

২৩৫। নাইট্রিক এসিডে খাঁটি সোনা ফেললে কোন প্রকার দাগ হয় না

২৩৬। ঢাকাই মস্‌লিন (খুব পাতলা কাপড়)

২৩৭। জলেব নীচে শুক্তি নামে ঝিনুকের মধ্যে

২৩৮। বালি আর ক্ষার,—আগুনের সাহায্যে গলিয়ে

২৩৯। গলান কাঁচ একটি নলের আগায় লাগিয়ে 'ফু' দিয়ে শিশি তৈয়ারী করে বলে

২৪০। মোমবাতি তৈয়ারীর জন্য। মুখে মাথার ক্রীমেও দেওয়া হয়

২৪১। বেঁজি-জাতীয় জন্তু থেকে, উট থেকে আর শুওর থেকে

২৪২। কলের তেল হিসাবে

২৪৩। বেহালা প্রভৃতির 'ছড়'এ লাগাবার জন্য, গদিতে ঠাসার জন্য, নেকটাইএর ভিতরে, ভাঁজ-পড়া নিবারণ করার জন্য

২৪৪। গদির ভিতরে ঠাসার জন্য, দড়ির জন্য

২৪৫। পুড়িয়ে কলিচূণ করার জন্য

২৪৬। প্রথমে একটি নমুনা কাঠ দিয়ে তৈয়ারী করতে হয় তারই ছাঁচ নিয়ে লোহা ঢালাই করতে হয়

২৪৭। জিনিষপত্র 'প্যাক' করার সময় তো কাজে লাগেই; তা' ছাড়া, আজকাল নকল রেশম, গরু-ঘোড়ার খাদ্য, নানা ওষুধ, বার্ণিশ প্রভৃতিও কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরী হচ্ছে

২৪৮। বাষ্পে ভাপিয়ে নরম করে, লোহার ছাঁচের সাহায্যে জোর করে

২৪৯। ব্লটিং কাগজের মধ্যে কোনও মাড় থাকে না; কাগজের ভিতরটা বেশ ফাঁপা; কাজেই চট্‌ ক'রে কালী শুষে নেয় (যেমন ধোয়া কাপড় ও কোরা কাপড়ে তফাৎ)

২৫০। ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ইঞ্চি চওড়া আর ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পুরু

২৫১। মসল্লা দিয়ে। ইঁটের গুঁড়ো, চূণ আর বালি মিশিয়ে জল দিয়ে মেখে (কখনও 'সিমেন্ট' ও দেওয়া হয়) এই সুরকি তৈয়ারী করা হয়

২৫২। 'পাথরী চূণ' পাথর-জাতীয় জিনিষ থেকে আর কলি চূণ গাঁথার কাজে লাগে; কলি চূণ দেয়ালে রংয়ের কাজে লাগে

২৫৩। যে-মাটি দিয়ে এই বাসন তৈয়ারী হয়, প্রথমে সেই বাসন চীন থেকে এসেছিল ব'লে মাটির নামও 'চীনামাটি'—যদিও অন্যান্য দেশেও সে মাটি পাওয়া যায়

২৫৪। কোনও কোনও গাছের ছালের ঐ রকম পরিবর্ত্তন হয়ে 'কর্ক' হয়ে যায়

২৫৫। এক রকম ফলের বীচি হলো জায়ফল আর তার খোসা হলো জৈত্রী

২৫৬। আঙ্গুর শুকিয়ে। বীচি ওয়ালা আঙ্গুর মনাক্কা; বেদানা আঙ্গুর কিসমিস

২৫৭। মাছির আয়ু বড্ড কম। শীতের আগের মাছিরা মরে গেলে, শীতের সময় মাছির ডিম ফোটেনা বলে আর মাছিও দেখা যায় না

২৫৮। আগ্নেয়গিরি থেকে

২৫৯। একজাতীয় ছোট হরিণের পেটে, একটি ছোট থলির মধ্যে থেকে পাওয়া একজাতীয় মুল্যবান সুগন্ধি

২৬০। রেশমের সূতাকে গালিচার মত করে কাপড়ের উপর বুনে মখমল্ তৈয়ারী করা হয়

২৬১। পশমের সূতাকে পিটিয়ে এক সঙ্গে জমিয়ে বনাত তৈয়ারী করা হয়

২৬২। প্রথমে খাগের কলম ব্যবহার করা হতো

২৬৩। রোম রাজ্যের প্রথম যুগে—তখন লাল কালীর চল ছিল

২৬৪। প্রধানতঃ মাজুফলের রস আর হিরাকষ মিশিয়ে

২৬৫। দক্ষিণ আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, সিংহলে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, কঙ্গো দেশে, মালয় দেশে

২৬৬। মোটরের টায়ারে, বৈদ্যুতিক কাজে, ডাক্তারী ও বৈজ্ঞানিক কাজে

২৬৭। কর্পূর এক জাতীয় গাছের কাঠ থেকে পাওয়া সাদা, সুগন্ধি জিনিষ ; জাপানে বেশী পাওয়া যায়

২৬৮। ইটালীর প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনিকে

২৬৯। বাক্সের গায়ে ফস্‌ফরাস্ আছে, কাঠির ঘষায় সেই ফস্‌ফরাস্ একটু জ্বলে ওঠে ; সেই আগুনের সাহায্যেই কাঠি জ্বলে ;—নইলে কাঠি জ্বলে না।

২৭০। আবিসিনিয়ার সম্রাটকে

২৭১। বরোদার রাজা

২৭২। গোয়ালিয়রের রাজা

২৭৩। ইন্দোরের রাজা

২৭৪। হায়দ্রাবাদের রাজা

২৭৫। জামনগরের রাজাকে

২৭৬। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে, সেই জন্য মনে হয় সূর্য পূব দিকে উঠে

২৭৭। শা

২৭৮। আমীর

২৭৯। গ্রীণল্যাণ্ড

২৮০। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর

২৮১। দুই থেকে আড়াই মাইল

২৮২। প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল

২৮৩। ৯৩ মিলিয়ন মাইল

২৮৪। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১৫ মাইল

২৮৫। ককেশিয়ান, মোঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো, মালায়ান, সেমিটিক ও রেড ইণ্ডিয়ান

২৮৬। সিমপ্লন টানেল—ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে—১২ মাইল ৪৫০ গজ লম্বা

২৮৭। জব চার্ণক

২৮৮। শের সাহ

২৮৯। বল্লাল সেন

২৯০। তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মযাজক ও শাসনকর্ত্তা

২৯১। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, দিল্লী

২৯২। দিল্লী

২৯৩। হাঙ্গেরী, Bata Shoe Factory.

২৯৪। এক রকম জলজন্তু, এর আটটি শুঁড় আছে, এই শুঁড় দিয়ে রক্ত

শোষণ করতে পারে ; আর এর সাহায্যে শত্রুদের জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলে

২৯৫। ১লা এপ্রিল ইউরোপে লোক ঠকানো প্রথা ; যাকে এই দিনে ঠকানো হয় তাকে April fool বলা হয়

২৯৬। স্বদেশ থেকে বিদেশে যেতে হলে পুলিসের কাছ থেকে 'ছাড় পত্র' অর্থাৎ পাসপোর্ট নিতে হয়—এই Pass Port না থাকলে বিদেশে প্রবেশ করা যায় না

২৯৭। কুড়ি টাকার উপর

২৯৮। যে বৎসর হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় যান, ৬২২ খৃষ্টাব্দ

২৯৯। জৈনধর্ম্ম স্থাপন করেন

৩০০। হেলহেডের রচিত বাংলা ব্যাকরণ

৩০১। হিলিয়াম গ্যাস

৩০২। House of Windsor.

৩০৩। অ্যানি বেসাণ্ট ও সরোজিনী নাইডু

৩০৪। Prince of Berar

৩০৫। দুইটি, কুচবিহার ও ত্রিপুরা

৩০৬। সুইজারল্যাণ্ড

৩০৭। পামির মালভূমি

৩০৮। আকবরের সভাসদ, তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন

৩০৯। যে খেলার প্রতিযোগিতায় দুইজনই একসঙ্গে প্রথম হয়

৩১০। আফ্রিকা

৩১১। এডেন ও বর্ম্মা

৩১২। ফাদিল্যাণ্ড ত্থ লেম্প

৩১৩। টিকিট সংগ্রাহকদের বলা হয়

৩১৪। সাদা অংশ

৩১৫। রাজার মৃত্যুর মুহূর্ত্তেই আইনতঃ অন্য রাজা সিংহাসন অধিকার করেন

৩১৬। Base ball

৩১৭। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ বিরতি-দিবস। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর মহাযুদ্ধ বন্ধ হয়—প্রতি বৎসর ঐ দিন বেলা ১১টার সময় ঐ দিনকে স্মরণীয় করবার জন্য দুই মিনিট সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে

৩১৮। রাস্তা বাড়ী ইত্যাদি তৈরীর জন্য জমাট বাঁধাবার মসলা। চূণ, বালী, সিমেন্ট ও লোহা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়

৩১৯। শিখদের এক অস্ত্রধারী সম্প্রদায়—দশম গুরু গোবিন্দ সিং প্রবর্ত্তিত

৩২০। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীকে বলা হয়

৩২১। ইংলণ্ডের রাণীর মুকুটে আছে

৩২২। বাইবেল

৩২৩। রায় বাহাদুর হরবিলাস শর্দার চেষ্টায় বাল্যবিবাহ নিরোধের যে আইন পাশ হয়, তাহার নাম 'শর্দা আইন'

৩২৪। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী

৩২৫। জেনারেল বুথ প্রবর্ত্তিত দলের নাম। ধর্ম্ম প্রচার ও সামাজিক দুর্নীতি দমন করা এই দলের প্রধান কাজ। সামরিক আইন কানুনে এই দল গঠিত

৩২৬। নেপালী সৈন্যদের নাম

৩২৭। লিবারিয়া

৩২৮। হিমালয়ের পাদদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমিকে তরাই বলে

৩২৯। শিখজাতি—এদের সকলেরই পদবী 'সিং'

৩৩০। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা

৩৩১। জাপান

৩৩২। রোম

জীব-জন্তু গাছপালার উত্তর

১। চিতা বাঘ

২। না, স্তন্যপায়ী জীব

৩। কোবরা

৪। ১৮টা পালক

৫। গুন্ গুন্ শব্দ হয়, খুব তাড়াতাড়ি ডানা নাড়ার জন্যে

৬। আফ্রিকার হাতী ভারতের হাতীর চেয়ে লম্বা, দাত বেশী বড়, কান বেশী লম্বা, এবং শুড়ের ডগায় আঙ্গুলের আকার দুইটি ছুঁচলো মাংস আছে, ভারতের হাতীর ডগায় মাত্র একটি আছে

৭। হাতীরা, সময় সময় ২০০ বৎসর, কচ্ছপ ৩০০ বৎসর বাঁচে শোনা গেছে। কুমীর আর তিমি মাছ এদের চেয়ে বেশী বৎসর বাঁচে

৮। বন্য শূকর

৯। ক্যাঙারু ও অপোশমের পেটের নীচে থলে আছে

১০। ১৮টা

১১। ৮টা

১২। আলোর তেজে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি এলোমেলো হয়ে পড়ে

১৩। অক্টোপাস—এই জন্তু সব সময়ে পিছনের দিকে সাঁতার দেয়

১৪। কারণ এদের পিছনের পা সামনের চেয়ে বড়

১৫। টিকটিকি

১৬। কচ্ছপ

১৭। অষ্ট্রেলিয়ার

১৮। তিব্বতের ভারবাহী লোমশ জন্তু

১৯। জীবজন্তু, গাছপালা দুজনেই খায়, বাড়ে, হজম করে, আর নিশ্বাস নেয়

২০। বনমানুষের লেজ নাই, বেবুনের ছোট লেজ আছে, বানরের লম্বা লেজ আছে

২১। বাদুড় জন্তু ; যদিও পাখীর মত ওড়ে

২২। শ্লথ আর পিপীলিকাভুক

২৩। সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমীর, গোসাপ

২৪। সরীসৃপ ডিম পাড়ে ; অন্য পশুর মত তাদের রক্ত গরম নয়—তাদের রক্ত ঠাণ্ডা

২৫। পোকারা নাক দিয়ে নিশ্বাস নেয় না ; তাদের শরীরের দুই পাশে নিশ্বাসের যন্ত্র আছে।

২৬। মাকড়সা প্রধানতঃ খাবার ধর্‌বার জন্য জাল বোনে ; কোন কোন জাতের মাকড়সা থাক্‌বার জন্যও জাল বোনে

২৭। বিড়ালের লোমে কোনও তেলা জিনিষ নাই ; কাজেই ভিজে গেলে একেবারে চামড়া পর্য্যন্ত ভিজে কাবু হয়। সে জন্যই জলকে ভয় করে

২৮। উটের পিঠে যে কুঁজ আছে, তার ভিতরে চবি ভরা। অনাহারে থাকলে এই চবি শরীরে হজম হয়ে উট বাঁচে

২৯। উটের পেটের কাছে থলি থাকে ; তার মধ্যে সে জল জমিয়ে রাখে। জলাভাবের সময় থলির জল সে অল্পে অল্পে পেটে পুর্‌তে থাকে

৩০। হাতীর শুড় তার নাক বটে ; কিন্তু এই শুড় দিয়ে তার হাত পায়ের কাজ হয়, আবার শুড় দিয়ে জল শুষে মুখে পূরে দেয় ; গরমের সময় শুড়ে জল নিয়ে পিঠে ঢালে

৩১। ডানায় ডানায় ঘষে

৩২। সায়ের পায়ে

৩৩। শুশুক তিমি জাতীয় জন্তু—মাছ নয়

৩৪। মাটি থেকে, শিকড়ের সাহায্যে জলীয় খাবার টেনে নেয়

৩৫। পাতার মধ্যে সূক্ষ্ম সরু-লম্বা শিরার সারি আছে, তার সাহায্যে বাতাস টেনে নেয়

৩৬। আমরা যে বাতাস নিশ্বাসে টানি, গাছ প্রশ্বাসে সেই বাতাস ছেড়ে দেয়, আমরা প্রশ্বাসে যে বাতাস ছেড়ে দিই, গাছ সেই বাতাস নিশ্বাসে টেনে নেয়। কাজেই আমাদের পক্ষে বিশুদ্ধ বাতাস গাছ প্রশ্বাসে ছেড়ে দিয়ে বাতাস বিশুদ্ধ করে

৩৭। গাছের গুঁড়ি কাট্‌লে দেখা যায় সারি সারি গোল গোল দাগ একটার পর একটা রয়েছে। এগুলি গুণে দেখ্‌লেই গাছের বয়স জানা যায়

৩৮। এক রকম কুচ্‌কুচে কালো কালো কাঠ; প্রধানতঃ সিংহল আর জামাইকাতে পাওয়া যায়

৩৯। এক রকমের হরিণ জাতীয় জন্তু, ভারতবর্ষে পাওয়া যায়

৪০। বানর জাতীয় ছোট জন্তু

৪১। আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য জন্তু; জিরাফ জাতীয়

৪২। আমেরিকার বাঘ জাতীয় জন্তু; দেখতে প্রায় সিংহীর মত

৪৩। এক রকমের জন্তু; তার পিঠে মজবুত খোলা আছে। ভয় পেলে গোল বলের মত হয়ে খোলায় সারা শরীর ঢেকে ফেলে

৪৪। কোকিল

৪৫। তিন সপ্তাহ

৪৬। অষ্ট্রেলিয়া দেশের এক রকম পাখী

৪৭। ব্যাঙের জন্মের প্রথম অবস্থা

৪৮। কারণ হাঁসের পালকে এক রকম তেল জাতীয় জিনিষ আছে

৪৯। গর্ত্তের ভিতরে লুকিয়ে থাকে

৫০। সাধারণতঃ ১৩০ টা

৫১। ৫০০ বৎসর

৫২। পোকারা গর্ত্তে মাটির মধ্যে জল ও বাতাস ঢুকিয়ে জমি উর্বরা করার সাহায্য করে

৫৩। হাতী

৫৪। হরিণ

৫৫। হাঙ্গর

৫৬। জিরাফ্

৫৭। তার দুইটি লম্বা শিংএর শেষে

৫৮। তিমি মাছ 'মাছ' না, কারণ ডিম পাড়ে না, ফুস-ফুস্ দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে—রক্ত গরম। মাছ ডিম পাড়ে, কাণকো দিয়ে নিশ্বাস ফেলে, রক্ত ঠাণ্ডা

৫৯। মাছরা চোখের পাতা বুঁজতে পারে না, কারণ তাদের চোখের পাতা নাই

৬০। এক রকম জন্তুর হাড় সমুদ্রের তলায় থাকে

৬১। খুর-ওয়ালা জন্তুরা তাদের খাবার আধ-খাওয়া অবস্থায় গালে রেখে দেয়; আবার সেগুলি চিবিয়ে খায়। এর নাম 'জাবর-কাটা'

৬২। না, যদিও অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল করে

৬৩। না, শুঁড় দিয়ে জল টেনে মুখের মধ্যে জল পূরে দেয়

৬৪। শ্লথ

৬৫। জিরাফ

বিজ্ঞানের উত্তর

১। সাগরের আর নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে আকাশে গিয়ে জলকণা-রূপে জমে মেঘ হয়

২। মেঘের জলকণার সমষ্টির ভার যখন বেশী হয়, তখন আর বাতাসে ভাসতে না পেরে মাটিতে পড়ে

৩। সাগরের কাছে বড় পাহাড় থাকলে অনেক সময় মেঘ পাহাড়ের ধারে জমে আর বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের কাছেই তার আয়ু শেষ হয়। পাহাড়ের অপর পাশের জমিতে আর বৃষ্টিপাত হয় না এবং সেই জায়গাই ক্রমে মরুভূমি হয়ে যায়

৪। কোনও জায়গার বাতাস গরম হলে সেই বাতাস হাল্কা হয়ে শূন্যে উঠে, আর পাশের ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের আকারে এসে সেই গরম বাতাসের জায়গা অধিকার করে

৫। মরুভূমির উপরের বাতাস গরম হলে 'মরীচিকা' দেখা দেয়। শূন্যে দূরের জিনিষের ছায়ার মত দেখা যায়,—হঠাৎ মনে হয় যেন জলের ছায়া। এই ছায়াকে 'মরীচিকা' বলে। মরুভূমির উপরে গরম বাতাসের উপরে ক্রমে ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর থাকে বলে এই রকমের ছায়া দেখা যায়

৬। বর্ষাকালে বাতাসে যখন বেশী জলীয় বাষ্প থাকে আর চাঁদের কলা যখন পূর্ণ হয় তখন অনেক সময় চাঁদের চারিদিকে গোল 'মণ্ডল' দেখা যায়

৭। পৃথিবীর সব জায়গা সমান গরম থাকে না;—কোনও জায়গা বেশী গরম, কোনও জায়গা ঠাণ্ডা। সে জন্য ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরম

জায়গায় ক্রমাগত বাতাস চলাচল করতে থাকে

৮। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী হলে 'কুয়াসা'র সৃষ্টি হয়

৯। তাপ 'ইথার' নামে অদৃশ্য জিনিষের ঢেউ বা কাঁপুনী ; এই 'ইথার' চোখে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না ; কিন্তু তাপ, আলো, রেডিওর ঢেউ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে এর প্রকাশ হয়

১০। প্রথমে জিনিষ আকারে বেড়ে যায়

১১। থার্মোমিটার

১২। ৮৯'৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট

১৩। প্রায় ২৫০ মাইল

১৪। ব্যারোমিটার

১৫। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহেরা পরস্পরকে এবং অন্যান্য জিনিষকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ

১৬। সার আইজ্যাক নিউটন

১৭। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের ক্রমাগতঃ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান্‌তে থাকে বলে

১৮। জিনিষটি আয়তনে যতখানি, সেই আয়তনের জলের চেয়ে ওজনে হাল্কা হলেই জলে ভাসে

১৯। নোনা জল বেশী গাঢ় বলে

২০। চলন্ত গাড়ী থেকে নাম্‌লে আমাদের পা মাটিতে ঠেকে বাধা পেয়ে থেমে যায় কিন্তু শরীর আর মাথার গতি তখন থামে না ;— কাজেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে

২১। উত্তর আর দক্ষিণের দুই প্রান্ত (মেরু) ছাড়া সমস্ত অংশই ঘুরছে

২২। পৃথিবীর ঠিক মাঝখান (পেট) দিয়ে একটী লাইন টেনে গেলে সেইটি 'বিষুব রেখা' হবে

২৩। পৃথিবী ঘোরার জন্য দিন আর রাত হয়—যে দিক সূর্য্যের দিকে ফিরে থাকে সেদিকে দিন ; অন্য দিকে রাত

২৪। না ; ঘড়ির সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। লণ্ডনে যখন রাত ১২টা, জাপানে তখন সকাল ৯টা ২০ মিনিট ; ক্যানাডার অঠাওয়া সহরে তখন সন্ধ্যা ৭টা

২৫। পৃথিবী ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আবার একটু টল্‌তেও থাকে (যেমন লাট্টু টলে) ; কাজেই, কখনও তার দক্ষিণ অংশ সূর্য্যের দিকে বেশী হেলে থাকে, উত্তর অংশ একটু দূরে থাকে ; আবার কিছুকাল দক্ষিণ অংশ একটু দূরে থাকে, উত্তর অংশ সূর্য্যের দিকে হেলে থাকে। এরই ফলে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। যখন যে অংশ সূর্য্যের দিকে বেশী হেলে থাকে, সে অংশে গ্রীষ্ম হয় ; অপর অংশে শীত হয়

২৬। পৃথিবীর টলার দরুণ দিন ছোট-বড় হয়

২৭। মেরুতে ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত। পৃথিবীর দক্ষিণ অংশ সূর্য্যের দিকে থাক্‌লে দক্ষিণ মেরুতে দিন ; উত্তর মেরুতে রাত ; আবার উত্তর অংশ সূর্য্যের দিকে থাকলে উত্তর মেরুতে দিন, দক্ষিণ মেরুতে রাত

২৮। বিষুব-রেখার (অর্থাৎ পৃথিবীর মাঝখানটায়) দিন-রাত সমান

২৯। পৃথিবীর মাটির নীচে পাথর আছে

৩০। মাটিতে খুব বেশী গভীর গর্ত্ত খোঁড়া যায় না, কারণ মাটির নীচে ক্রমশঃ গরম বেড়ে চল্‌তে থাকে

৩১। যে ঝরণা মাটির অনেক নীচে পর্য্যন্ত চলে যায়, সে ঝরণা বাইরে এলে তার জল গরম থাকে—কোনও কোনও সময় ফুটন্ত জলও দেখা যায়

৩২। মাটির নীচে ভীষণ বিস্ফোরণ (অর্থাৎ ফাটা) কিম্বা বিরাট পর্বতের মাঝে চৌচির ফাটার হঠাৎ চাপে পৃথিবীর গা কেঁপে ওঠায়

৩৩। হাঁ, তরল পাথরও হয়। ভীষণ তাপে কোন কোন পাথর গলা অবস্থা পায়

৩৪। 'আগ্নেয়' পাথর এবং 'তলান' পাথর। তাপে গলিয়ে বা পরিবর্ত্তিত হয়ে যে পাথরের জন্ম সেগুলি প্রথম শ্রেণীর ; জলে বা তরল পদার্থে পলি পড়ে বা ধুয়ে যে পাথরের জন্ম সেগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর

৩৫। পাহাড়ের পাথর ধুয়ে বালি আর কাদার সৃষ্টি হয়

৩৬। স্ফটিক পাথর থেকে

৩৭। নদীর কাদার স্তর জমে, সেই স্তর শুকিয়ে শ্লেট হয়

৩৮। খুব ছোট ছোট (চোখে দেখা যায় না) শামুক গুগ্‌লির সমষ্টি—দেখতে পাথরের মত

৩৯। খড়ির যে শামুক গুগ্‌লি থেকে জন্মে সেগুলিকে জলের জীব বলে

৪০। সহরের বাতাসে এবং আমাদের গায়ের ঘামে গন্ধক থাকে, এই গন্ধকের সংস্পর্শে এসে রূপা কালো হয়ে যায়

৪১। এক রকম তরল ধাতু

৪২। সাধারণ বরফেরই মত—একটু নোনা নয়। জল জমার সময় নুন আল্‌গা হয়ে যায়

৪৩। যেদিন বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে সেদিন ভিজা কাপড়ের জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলায়, আর কাপড়ও তাড়াতাড়ি শুকায়

৪৪। ঠাণ্ডা দিনে, মুখের ভাপের জলীয় বাষ্প বাতাসে এসেই জমে যায়

৪৫। উপরের বাতাস ঠাণ্ডা থাকে বলে সেখানেই মেঘ জড় হয়

৪৬। উঁচু পাহাড়ের গায় এবং কাছাকাছি

৪৭। সূর্যের আলো বৃষ্টির মেঘের গায়ে পড়ে রামধনু হয়; কাজেই, একদিকে মেঘ, অন্যদিকে সূর্য না হলে রামধনু দেখা যাবে না। দুপুরে সে অবস্থা হওয়া অসম্ভব

৪৮। রাত্রে ঠাণ্ডা পাতা এবং ঘাসের গায়ে বাতাস লাগলে বাতাসের জলীয় বাষ্প শিশিরের আকারে ঘাস-পাতায় জমে

৪৯। বৃষ্টির জল পাহাড় পর্বতের উপর পড়ে, গড়িয়ে নীচে এসে মাটির উপর জমে। তারপর সেই জল নানা জায়গা থেকে এসে একত্র জমে, ক্রমশঃ বড় হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়

৫০। খুব উঁচুতে মেঘ হঠাৎ খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বৃষ্টির জল একেবারে বরফ হয়ে শিলাবৃষ্টি হয়

৫১। শীতের দেশে, অতিরিক্ত শীতের সময় বৃষ্টিপাতের জল ঠাণ্ডা হওয়ায় জমে বরফ হয়

৫২। বরফ, জলের চেয়ে হাল্কা বলে

৫৩। হাঁ; খুব ঠাণ্ডা করলে আর খুব চাপ দিলে বাতাস তরল হয়ে যায়

৫৪। হাঁ। মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। বেশী চাপের সময় প্রায়ই পরিষ্কার দিন হয়; চাপ খুব কমে গেলে বৃষ্টির, ঝড় প্রভৃতির সম্ভাবনা হয়

৫৫। বাতাসে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বায়ু থাকে। বৃষ্টির সময় বিদ্যুতের ঝলকে এই দুই বায়ু মিলে জলের সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়ে, তার ফলে সেই মাটি উর্বরা হয়। গাছপালা নাইট্রোজেন না পেলে পুষ্ট হয় না

৫৬। বাতাসের সাহায্যে শব্দের ঢেউ আমাদের কাণের পটহে এসে লাগলে আমরা শুনি

৫৭। এক সেকেণ্ডে প্রায় সিকি মাইল

৫৮। আলো যেমন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, শব্দও তেমন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়

৫৯। সেকালে দেশলাই ছিল না। তখন চকমকি পাথর ঠুকে আগুনের ফিন্‌কি শুক্‌নো কাঠ বা পাতায় ফেলে আগুন জ্বালানো হতো

৬০। আলো ইথারের ঢেউ। এই ঢেউ অত্যন্ত ছোট। বিভিন্ন রঙের আলোর ঢেউ বিভিন্ন আকারের

৬১। লোহার ভিতর দিয়ে সব চেয়ে দ্রুত গতিতে শব্দ যায়

৬২। সাত রকম রং আছে—বেগুনে, হলদে, লাল, সবুজ, নীল, সাদা, কালো

৬৩। এই আলোর সাহায্যে মানুষের শরীরের ভিতরের হাড় দেখতে পাওয়া যায়। চামড়া, মাংস, ইত্যাদি এক্সরের সাহায্যে স্বচ্ছ হয়ে যায়

৬৪। ওয়াট

—শেষ—